রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

প্রথম অধ্যায়।

জারণ ও মারণ।

মঙ্গলাচরণ।

জরা ব্যাধি বিনাশক যোগ সাধন পারদ ও গুরু শঙ্করকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার ॥১॥

গুরুর পদযুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক গোপালকৃষ্ণ বিবিধ গ্রন্থ দেখিয়া কার্য্য কারক সাধ্য ও সিদ্ধযোগ সকল সংগ্রহ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক লিখিতেছেন ॥২॥

রস প্রশংসা।

ঔষধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আশু, রোগ আরোগ্যকর পারদ অর্দ্ধমাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য, অরুচিকর নহে ॥৩॥

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সাধ্য ও অসাধ্য রোগে পারদ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া অন্যান্য ধাতু হইতে পারদ শ্রেষ্ঠ ॥৪॥

ভস্ম পারদ জরা ব্যাধি নাশক। মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধি ঘাতক। বদ্ধপারদ খেচরশীল এই জন্য পারদই হিতকর ॥৫॥

পারদের নাম।

রসেন্দ্র, পারদ, সূত, সূতরাজ, সূতক, শিবতেজ, রস এই সাতটি পারদের নাম। মতান্তরে শিববীজ, রস, সূত, পারদ, রসেন্দ্র এবং শিব পর্য্যায় সকল পারদের নাম ॥৬॥

পারদের লক্ষণ।

অন্তঃসুনীল, বহির্ভাগ উজ্জল এবং মধ্যাহ্ণ সূর্য্য প্রতিম পারদ ঔষধে গ্রহণ করিবে। ধূম্রবর্ণ বহির্ভাগ, পাণ্ডু-বর্ণ কিম্বা নানা বর্ণে রঞ্জিত পারদ ভাল নহে। সীসক, রঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি, অসহ্যাগ্নি প্রভৃতি মহা দোষ সকল পারদে থাকায় ব্রণ, কুষ্ঠ, জাড্য, দাহ, বীর্য্যনাশ, মৃত্যু, জরতা, স্ফোট আদি রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চিকিৎসকেরা পারদ শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। বিশুদ্ধপারদ অমৃত তুল্য এবং দোষযুক্ত পারদ বিষ সম। দোষ হীন পারদ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিবারক, সাক্ষাৎ অমৃত তুল্য এবং দোষ যুক্ত পারদ বিষ সম।

পারদ শোধন।

শুভ নক্ষত্রে আটশত তোলা, চারশত তোলা, দুই শত তোলা, ছিয়ানব্বই তোলা কিম্বা চল্লিশ তোলা পারদ গ্রহণ করিবে অপা। আট তোলা ন্যূন শোধনার্থ গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য ॥৭॥

মতান্তরে।

কেহ কেহ উপরুক্ত পরিমাণ বলিয়া চার তোলা বা দুই তোলা ইহার কম পরিমিত পারদ শোধনার্থ গ্রহণ করিবে না অথবা ঔষধে যাহা প্রয়োজন তাহাই পরিমাণ লইয়া শুভ দিবসে বিষ্ণু চিন্তা করিয়া কুমারী ও বটুকার্চ্চন করত অনন্তর চার অঙ্গুল গভীর লৌহ কিম্বা পাষাণ নির্ম্মিত দৃঢ় তপ্ত খল্বে নিজ মন্ত্রে রক্ষা বিধান করিয়া শিব-ভক্তি পরায়ণ সুধীর অনন্য চিত্তে রস শোধনাদি কার্য্য করিবে বলিয়াছেন ॥৮॥

তপ্তখল্ল বিধি।

ছাগ বিষ্ঠা ও তুষ অগ্নিগর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া তদুপরি খল স্থাপন করিলে উহাকে তপ্তখল্ল কহে।

রক্ষা মন্ত্র।

"অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যোঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ॥"

রস নিগড়।

আকন্দ ও সীজ দুগ্ধ, পলাশ বীজ, গুগ্‌গুলু এবং দ্বিগুণ সৈন্ধবলবণ সহ পারদ মর্দ্দন করিবে। ইহাই পারদের অতি শ্রেষ্ঠ নিগড় ॥৯॥

পারদের সাধারণ শুদ্ধি।

পারদ মারণ দ্রব্যের চূর্ণ ষোড়শাংশ চূর্ণ পারদে মিশ্রিত করিয়া এবং প্রত্যেক দ্রব্য প্রতি দিবস সাত সাত বার দিয়া মর্দ্দন করিবে।

পারদের বিশেষ শোধন।

মেষ রোম, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, ধূল এই সমুদয়ের

সহিত এক দিবস পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁজিতে ধুইলে সীস দোষ যায়। এই রূপ গোরক্ষচাউলা ও আকুড়া চূর্ণে বঙ্গদোষ, সোণালু চূর্ণে মল, চিতা চূর্ণে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তূর চূর্ণে চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলা চূর্ণে বিষ দোষ, ত্রিকটু চূর্ণে গিরিদোষ এবং গোক্ষুর চূর্ণ সহ মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ নষ্ট হয়। প্রত্যেক দোষে তদ্দোষ নিবারক চূর্ণ ষোড়শাংশ এবং ঘৃত-কুমারী সহ মর্দ্দন করত উষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা মৃৎপাত্রে প্রক্ষা-লণ করিবে। ইহাতে পারদ সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১০॥

মতান্তরে।

শ্বেত চন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারীর রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয় যন্ত্র পাতম করত পারদ প্রয়োগ করিবে।

মতান্তরে।

হরিদ্রা চূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রস সহ পারদ এক দিন মর্দ্দন করিয়া যন্ত্রপাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয় ॥১১॥

মতান্তরে।

পারদের দ্বাদশাংশ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া জম্বীরনেবুর রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া শাতবার যন্ত্র পাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয় ॥১২॥

মতান্তরে।

জয়ন্তী, এরণ্ড, আদা ও কাইস্তা প্রত্যেকের রস ক্রমশঃ সাত সাত বার প্রদান করিয়া শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঁজিতে মৃৎপাত্রে প্রক্ষালন করিবে। ইহাতে

সর্ব্বদোষ নির্ম্মুক্ত সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত পারদ বিশুদ্ধ হয়। এই শোধিত পারদ সর্ব্ব কার্য্যে প্রযোজ্য।

মতান্তরে।

হরিদ্রা, ইষ্টক, ধুল ও কাঞ্জিক সহ পারদ মর্দ্দন করিয়া পরে মেষরোম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, চিতা, ঘৃতকুমারী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সহ মর্দ্দন করিলে সপ্ত কঞ্চুক রহিত হয় ॥১৩॥

মতান্তরে।

ঘৃতকুমারীর রসে, চিতার ক্কাথে, কাকমাচীর রসে প্রত্যেকে এক এক দিবস মর্দ্দন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তরে।

রশুনের রস, পানের রস কিম্বা ত্রিফলার ক্কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া কাঞ্জিতে ধৌত করিলে সর্ব্ব দোষ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ শোধিত পারদ প্রয়োগ করিবে।

ঊর্দ্ধপাতন।

তিন ভাগ পারদ এবং এক ভাগ তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জম্বার নেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ পিণ্ডাকার করিবে অনন্তর নিম্ন ভাণ্ডে ঐ পিণ্ড রাখিয়া ঊর্দ্ধ ভাণ্ডের নিম্নে দ্রব লেপন করিয়া তদুপরি জল প্রদান করিবে এবং সন্ধিস্থান দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অগ্নি সন্তাপে পারদ আহরণ করিবে। নিম্ন দেশে তাম্র সহ বঙ্গাদি দোষ সমুদয় পতিত থাকিবে এবং ঊর্দ্ধ দেশে সপ্ত কঞ্চুক বর্জ্জিত নির্ম্মল পারদ উঠিবে। চিকিৎসকগণ ইহাকে ঊর্দ্ধপাতন বলে ॥১৪॥

অধঃপাতন।

আমলাসায় গন্ধক ও জম্বীর রস সহ পারদ একদিবস মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অনন্তর শুকশিম্বা, সজিনা, অপামার্গ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ একত্রে পেষণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং উর্দ্ধ ভাণ্ডের মধ্যভাগে লেপ দিয়া অধোভাণ্ডে জল প্রদান করিবে পরে উভয় ভাণ্ডের সন্ধিস্থল লেপন করিয়া গর্ত্ত মধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিয়া উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া পুট দিবে ইহাতে ঊর্দ্ধ হইতে পারদ জলে পতিত হয় এই অধঃপতন পারদ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥১৫॥

তির্য্যক্ পাতন।

একটী ঘটে পারদ রাখিয়া অন্য একটী ঘটে জল রাখিবে এবং উভয় পাত্র তির্য্যক্‌ভাবে একত্র করিয়া মুখ সন্ধিতে লেপ দিয়া পারদ পূর্ণ ঘটের নীচে জ্বাল দিবে যেন পারদ তির্য্যগ্‌ভাবে জল মধ্যে পতিত হয়। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি সিদ্ধগণ ইহাকে তির্য্যক্ পাতন কহেন ॥১৬॥

বোধন।

পারদ বিক্রয় কালে সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করে। এই কৃত্রিম দোষ ত্রিবিধ পাতনা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ায় ও নিন্দিত পারদ ষণ্ঢত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহা বিমোচনার্থ বোধন করিবে। নারিকেল খর্পরে কিম্বা কাচপাত্রে পারদ রাখিয়া জলাপ্লুত করতঃ গজহস্ত পরিমিত গর্ত্তে দিনত্রয় পুঁতিয়া রাখিলে পারদের নপুংসকত্ব দূর হয় ॥১৭॥

হিঙ্গুলোত্থিত পারদ ।

জম্বীর ও কাগ্‌জা নেবুর রসে এক দিবস হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ পাতনা যন্ত্রে বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা নাগ বঙ্গাদি দোষ রহিত এবং রসকর্ম্মে প্রশস্ত। অপর অষ্টকর্ম্ম ব্যতীত পারদ সর্ব্বকার্য্যকর নহে ॥১৮॥

পারদের অষ্টকর্ম্ম ।

স্বেদন, মর্দ্দন, উত্থাপন, পাতন, বোধন, নিয়ামন এবং দীপন পারদের এই আট প্রকার সংস্কার বিধেয় ॥১৯॥

হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস ।

হিঙ্গুল খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে লইয়া দিনত্রয় জম্বীর নেবুর রসে ভাবনা দিবে, তার পর আমরুলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া জম্বীর নেবুর ও চাঙ্গেরী নেবুর রসে পরিপ্লুত করত হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। মালসা বা হাঁড়ার নীচে খড়ি মাখাইয়া হাঁড়ির মুখে দিয়া সন্ধিস্থান লেপিবে। হাঁড়ির নিচে জ্বাল এবং উপরিস্থ পাত্রের মধ্যে শীতল জল প্রদান করিবে। জল উষ্ণ হইলে তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃপুনঃ শীতল জল প্রদান করিবে এইরূপে ত্রিংশৎবার করিবে। এতদ্দ্বারা নির্ম্মল পারদ ঊর্দ্ধপতিত হইয়া খড়ি মাখান পাত্রের সংলগ্ন নির্ম্মল পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা সীসকাদি দোষ হীন ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। মতান্তরে কেহ কেহ বলেন, পালিমাদারের রসে ও জম্বীরনেবুর রসে এক এক প্রহর হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ পাতনা যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত পারদ রসকর্ম্মে প্রশস্ত ॥২০॥

মূর্চ্ছনা ।

গন্ধক ও পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, মন-

চাপল্যাদি রহিত হইলে উহাকে মূর্চ্ছিত পারদ কহে ॥২১॥

মৃত পারদ। পারদ ভস্ম।

পারদ ষোল তোলা, গন্ধক আট তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে এক দিবস পুটপাক করিলে পারদ মৃত হয় ॥২২॥

মতান্তরে।

পানের রসে পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁকরোলের খোলে পূরিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ দিয়া এক দিবস গজপুট প্রদান করিলে মৃত হয়। এই ভস্ম পারদ যোগবাহী এবং সর্ব্ব কার্য্যে প্রযোজ্য ॥২৩॥

মতান্তরে।

শ্বেত আকন্দার মূলের রসে তিন দিবস পারদ মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষায় পুট প্রদান করিলে ভস্ম হয় ॥২৪॥

ঘোটা, হংসপাদী, কাঁচা তেঁতুল, পুনর্নবা সহ পারদ মর্দ্দন করিয়া পুট প্রদান করিলে নিশ্চয়ই ভস্ম হয় ॥২৫॥

মতান্তরে।

পারদ তিন ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, সীসক দুই আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া বোতলে পূরিয়া মাটি মাখান বস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া ও খড়ি দ্বারা মুখবন্ধ করিবে। পরে বোতল হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া বালুকাপূর্ণ করিয়া তিন দিবস জ্বাল দিবে। অনন্তর বন্ধুক পুষ্প সদৃশ অরুণ বর্ণ পারদ ভস্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে ইহার দুই কুঁচ পরিমিত ঔষধ অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে জরা ও মৃত্যু নাশ হয় ॥২৬॥

রসসিন্দূর।

পারা আট তোলা, গন্ধক আট তোলা যথা বিধি কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া বোতলে পূরিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বসাইয়া চারি প্রহর আঁচ দিলে তরুণারুণ সন্নিভ রসসিন্দূর উৎপন্ন হয়। অনুপান বিশেষে সেবনে বিবিধ রোগ নাশ হয় ॥২৭॥

পারদ, গন্ধক, নিসাদল, ঝুল ও স্ফটিক প্রত্যেকে সম ভাগ কাগজী নেবুর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া বোতল মধ্যে পূরিয়া পাষাণ খটিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া সন্ধি লেপন করিবে এবং মৃত্তিকা ও বস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া সছিদ্র মৃৎপাত্রে রাখিয়া হাঁড়ির গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ করত অগ্নির মৃদু, মধ্য ও খর সন্তাপে চার প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে বোতলের গলদেশে লগ্ন স্ফটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া অধঃস্থ রসসিন্দূর সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥২৮॥

পারদ ভস্ম।

সোহাগা, মধু, লাক্ষা, মেষরোম, কুঁচ এবং ভৃঙ্গরাজ রস সহ পারদ এক দিবস মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে এক দিন সম্পুট করিলে বিশুদ্ধ কর্পূর সদৃশ ভস্ম উৎপন্ন হয় ॥২৯॥

সুধানির্ম্মিত রস, রসকর্পূর বা শ্বেত ভস্ম পারদ।

পাংশুলবণ ও সৈন্ধব লবণ সহ বিমল পারদ সিজের আটায় বারম্বার মর্দ্দন করিয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া খটিকা

দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে এবং লবণ পূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া এক দিবস কঠিন জ্বাল দিলে কুন্দ বা ইন্দু সদৃশ ধবল ভস্ম হয়। লবঙ্গ সহ প্রাতে চার রতি সেবনে দুই প্রহর মধ্যে ঊর্দ্ধ-বিরেচন হয়। পুনঃপুনঃ শীতল জল পান করিবে এই সুধানিধি রসকে রসমঞ্জরীকার রসকর্পূর এবং চন্দ্রিকাকার শ্বেত ভস্ম বলিয়াছেন ॥৩০॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস বা পীত ভস্ম পারদ।

সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার রসে ও ভুম্যাম-লকীর রসে সাতদিন মর্দ্দন করিয়া মুষাবদ্ধ করতঃ বালুকা যন্ত্রে মৃদু সন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে। ভস্ম শীতল হইলে এক রতি পানের সহিত সেবনে ক্ষুধা বোধ, সমুদায় উদর রোগ, অঙ্গভঙ্গাদি দোষ ও জরা নাশ হয়। বলকর, হৃদ্য। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসচন্দ্রিকাকার পীত ভস্ম কহেন ॥৩১॥

কৃষ্ণভস্ম পারদ।

সমভাগ ধান্যাভ্র ও পারদ, মারক দ্রব্য রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া উহার কল্কে বস্ত্র দিয়া লেপ দিবে। পরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুনঃপুনঃ এরণ্ড তৈল সিক্ত করত জ্বাল দিবে এবং অধঃপতিত দ্রব ভাণ্ডে রাখিয়া নিয়ামক দ্রব্যে এক দিবস মর্দ্দন করত কন্দুকাখ্য যন্ত্রে পাতন করিবে। এইরূপে মৃত পারদ রোগ বিশেষে প্রয়োগ করিবে ॥৩২॥

মারক বর্গ।

শ্বেত, পীত, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদভস্ম ক্রমশঃ গুণ শ্রেষ্ঠ।

মূষা প্রস্তুতের বিধি।

ছুর্ধে গমের তুষ দুই ভাগ, লোহার ময়লা, শ্বেত পাথর, মানুষের চুল প্রত্যেকে এক এক ভাগ ছাগ দুগ্ধে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মূষা অর্থাৎ মুচি প্রস্তুত করিবে এবং শুষ্ক হইলে তৎ কল্কে লেপ দিয়া রুদ্ধ করিবে। ইহাকে বজ্রমূষা কহে, পারদ সাধকের জন্য প্রয়োজন ॥৩৩॥

নিয়াম রোগ।

সর্পাক্ষী অর্থাৎ গন্ধরাস্না, বনকাঁকুর, শিরীষ বৃক্ষ, কাঁচা তেঁতুল, শতমূলী, শঙ্খপুষ্পী, শরপুঙ্খা, পুনর্নবা, মণ্ডুকপর্ণী, ব্রহ্মদণ্ডী, যূথিকাপুষ্প, অনন্তমূল, কাকজঙ্ঘা, কাকমাচী, কপোতকা, অপরাজিতা, ঝিণ্টী, সহদেবী, মহাবলা, বেড়েলা, নাগবলা, মূর্ব্বা, চাকুন্দে, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, আকনাদি, ভূম্যামলকী, নীলী, ঘোষা, পদ্মচারিণী, ঘণ্টাপারুলী, গোক্ষুর, দাব্বীশাক, তালমাখনা, পলাশ, ইন্দুরকানি, ক্ষীরিকা, ত্রিপুষী, মেষশৃঙ্গী, কৃষ্ণতুলসী, কণ্টকারী ও অপরাজিতা মূলপত্র সমন্বিত এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ামক ঔষধ ॥৩৪॥

মারক বর্গ।

মুতা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিতলাউ, দন্তী, জাতীপুষ্প, রাস্না, শরপুঙ্খ, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, গুল, কুঁচিল, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দণ্ডোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বনএলাইচ, বিষলাঙ্গলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজ, রবিভক্তা, কাকমাচী, শ্বেতআকন্দ, অপরাজিতা, বারসভুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শুণ্ঠী, বারাহক্রান্তা, হাতিশুঁড়া,

কদলী, রাস্না, কাঁচা তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা শ্বেত পুনর্নবা, ধুস্তূর, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, ক্ষীরীশ, পর গাছা, তিল, ভেকপর্ণী, দূর্ব্বা, মূর্ব্বা, হরীতকী, তুলসী, গোক্ষুর, ইন্দুরকানি, কাঁকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিঙ্, গুড়ূচি, সজিনা, অপরাজিতা, জলপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধব লবণ, প্রসারিণী সোমলতা, শ্বেতসর্ষপ, অসন, হংসপদী, ব্রহ্মপাদী, পলাশ, ভেলা, ইন্দ্রবারুণী এই সমুদায় দ্রব্য অর্দ্ধেক কিম্বা অষ্টাদশ দ্রব্যের অধিক দ্রব্য রস মারণ মূর্চ্ছন প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে ॥৩৫॥

অম্লগণ।

অম্লবেতস, জম্বীরনেবু, টাবানেবু, চণক ও কাঁজি, নারঙ্গীনেবু, তেঁতুল, তেঁতুলপাতা, নিম্বুক, আমরুল, দাড়িম ও করঞ্জ এই সমুদয় দ্রব্য গণ ॥৩৬॥

লবণ বর্গ।

করকচ, সৈন্ধব, বিট্, সৌবর্চ্চল, রোমক, ও চুল্লিকালবণ ॥ ৩৭ ॥

মূত্র বর্গ।

হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, গর্দ্দভ, ঘোটক, গো, ছাগ, মেষ ইহাদের মূত্র গ্রহণ করিবে।

দ্রাবক ও পঞ্চবর্গ।

গুঞ্জা, টঙ্গণ, মধু, ঘৃত ও গুড় এই পঞ্চ দ্রাবক। মৎস্য, গো, অশ্ব, হরিণ ও ময়ুর এই পঞ্চ পিত্ত ॥৪০॥

ক্ষার বর্গ।

সাচি ক্ষার, সোহাগা ও যবক্ষার ইহাকে ক্ষারবর্গ কহে।

রস সেবনের ফল।

প্রাতে জোলাপ লইয়া সেই দিবস উপবাসে থাকিবে। পর দিন পথ্য দিয়া পারদ সেবনে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রভা, কান্তি, বর্ণ, রস প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়॥৪২॥

পথ্য।

মুগেয়যুষ, দুগ্ধ, ঘৃত, শালিধান্যের অন্ন, পুনর্নবা শাক, বেতোশাক, নটেশাক, যূথিকা, লবণ, পিপুল, মুতা, পদ্মমূল প্রভৃতি সেবন করিবে॥৪৩॥

অনুপান বিধি।

রোগাদি বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান প্রয়োগ করিবে।

রস শোধন বিধি।

কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কলিঙ্গ, করলা, কুসুম্বিকা, কাকরোল, কলম্বী, কাকমাচী এই ককারাষ্টক দ্রব্য পারদ সেবী পরিত্যাগ করিবে॥৪৪॥

অথ উপরস শোধন।

গন্ধক, হীরক, বৈক্রান্ত, বজ্রাভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, খর্পর, তুঁতে, বিমল, স্বর্ণমাক্ষা, ছিরাকস, কান্তপাষাণ, কড়ি, রসাঞ্জন, হিঙ্গুল, গৈরিক, শঙ্খ, ভূনাগ, সোহাগা, শিলাজতু এই সমুদয় উপরস যথাবিধানে শোধন ও মারণ করিবে॥৪৫॥

গন্ধক শুদ্ধি।

প্রথমেই গন্ধকের উৎপত্তি ও শোধন বলা হইতেছে। পূর্ব্বকালে শ্বেত দ্বীপে দেবীগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ঋতু হইলে ক্ষীর সাগরে স্নান করিয়া সেই জলে রক্ত মাখা

বস্ত্র ধুইলে গন্ধবৎ গন্ধকের উৎপন্ন হয়। উহা চতুর্ব্বিধ, রক্ত, পীত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণ। রক্ত বর্ণ গন্ধক স্বর্ণ কার্য্যে, পীত রসায়ন ও ব্রণাদি লেপনে, শ্বেত শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ বর্ণ গন্ধক সুদুর্লভ। অশোধিত গন্ধকে জ্বর, কুষ্ঠ, ভ্রম, পিত্তবিকারাদি রোগ উৎপাদন করে। রূপ, বল, বীর্য্য ও সুখ নাশক, সুতরাং বিশোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥৪৬॥

গন্ধকের নাম।

গন্ধক, গন্ধপাষাণ, শুকপুচ্ছ, সুগন্ধিক, সৌগন্ধিক, শুল্বারিপু, পামারি, নবনীতক ॥৪৭॥

ভাণ্ডমধ্যে দুগ্ধ ও ঘৃত নিঃক্ষেপ করিয়া কাপড়ে ভাঁড়ের মুখ বাঁধিয়া তদুপরি গন্ধক রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থান লেপিবে। এবং মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া উপরে লঘু পুট প্রদান করিলে গন্ধক গলিয়া দুগ্ধে পতিত হইবে। এই বিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে ॥৪৮॥

মতান্তরে।

লৌহ পাত্রে ঘৃত গলাইয়া গন্ধক নিঃক্ষেপ করত গলিলে দুগ্ধ মধ্যে ফেলিলে শোধন হয় ॥৪৯॥

গন্ধকের গুণ।

বিশুদ্ধ গন্ধক রোগ হারক, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জ্বর নাশক, অগ্নিকর, অত্যুষ্ণ, বীর্য্যবর্দ্ধক।

অপর

গন্ধক—রসায়ন, সুমধুর, পাকে কটু ও উষ্ণ। কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগ নাশক। অগ্নিদীপন, পাচন, আম শোষক ও নিবারক, ক্রিমি ও বিষঘ্ন, পুত্রোৎপাদক, ইন্দ্রিয়ের বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ, স্বর্ণ হইতে অধিক বীর্য্য কর ॥৫০॥

হীরক শোধন।

অশুদ্ধ হীরক—পার্শ্ব বেদনা, পাণ্ডু রোগ, হৃল্লাস, দাহ, ইত্যাদি রোগকর এবং গুরুত্ব বধায় শোধন বিধেয়।

কণ্টকারীর মধ্যে হীরক রাখিয়া কোদো ধান্যের ক্বাথ ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে সাত দিবস দোলাযন্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥৫১॥

কণ্টকারির মধ্যে হীরক রাখিয়া অহোরাত্র দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া অশ্বমূত্র কিম্বা সীজ দুগ্ধে সিঞ্চন করিবে ॥৫২॥

হীরা ভস্ম।

তিন বৎসরের পুরাতন কার্পাস মূল, তিনবৎসরের পুরাতন পানের রস সহ পেষণ করিয়া তন্মধ্যে হীরক রাখিয়া সাত বার গজপুট দিলে হীরা মৃত হয় ॥৫৩॥

মতান্তরে।

কাংস্যপাত্রে ব্যাঙের মুত রাখিয়া হীরাকে একুশবার চুবাইবে। কিম্বা একুশবার পোড়াইয়া গাধার মূতে চুবাইয়া হরিতাল পিণ্ড মধ্যে রাখিয়া পোড়াইবে, অগ্নিবর্ণ হইলে ঘোড়ার মূতে চুবাইলে হীরক ভস্ম হয় ॥৫৪॥

হীরা ভস্মের গুণ।

আয়ু বৃদ্ধিকর, সুখজনক, রজ ও রূপপ্রদ। রোগ নাশক, মৃত্যু হারক ॥৫৫॥

বৈক্রান্ত শোধন ও ভস্ম।

হীরার ন্যায় বৈক্রান্ত শোধন করিবে এবং আগুণে পোড়াইয়া অশ্বমূত্রে নিঃক্ষেপ করিবে। ইহা হীরকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য।

অভ্র সকল প্রকার রোগ নাশক, যোগবাহী, কামিনী মদ-দর্পঘ্ন, ক্লীবে প্রশস্ত, বৃষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্রবর্দ্ধক ও পুত্রকাকর ॥৬১॥

মারক গণ।

নটেশাক, বৃহতী, পান, পিণ্ডতগর, পুনর্নবা, হেলঞ্চ শাক, মণ্ডূকপর্ণী, কটকী, ইন্দুরকানি, পানা, মদনফল, আকন্দ, শতমূলী ॥৬২॥

মতান্তরে।

রম্ভাদি এবং লবণ সহ অভ্র মর্দ্দন করিয়া চাকা করিবে এবং উহার মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠাগ্নিতে পোড়াইয়া সীজ ও আকন্দ মূলের রসে আপ্লুত করিবে ॥৬৩॥

মতান্তরে।

ধান্যাভ্র এক ভাগ ও সোহাগা দুই ভাগ পেষণ করিয়া অন্ধমূষায রুদ্ধ করত তীব্র অগ্নিতে চূর্ণ প্রদান করিয়া সর্ব্ববিধ রোগে প্রয়োগ করিবে।

আকন্দ দুগ্ধে এক দিন ধান্যাভ্র মর্দ্দন করিয়া চাকা মত করিয়া আকন্দপাতা জাড়াইয়া ক্রমশঃ সাত বার পোড়াইয়া বটের জটার রসে মারিয়া দুইবার পুট দিলে নিশ্চয় অভ্র মৃত হয়। এই অভ্র সকল রোগে প্রয়োগ করিবে ॥৬৪॥

নিশ্চন্দ্র অভ্র।

দুগ্ধত্রয়, ঘৃতকুমারী, মনুষ্যমূত্র, বটের কুঁড়ি, ছাগলের রক্ত ইহাদের সহিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া এক শতবার পুট দিলে নিশ্চন্দ্রক হইয়া পদ্মরাগবৎ হয়। ইহা দেহ শোধক

রসায়ন, কফ ও বীর্য্য বর্দ্ধক, জরা এবং মৃত্যু নাশক ॥৬৫॥

ইতি অভ্র মারণ।

হরিতালের নাম ও গুণ।

তাল, আল, মাল, শৈলুষ, পিঞ্জক, রোম হরণ ইত্যাদি হরিতালের নাম। বংশপত্র ও পিণ্ড এই দ্বিবিধ হরিতাল মধ্যে বংশপত্র শ্রেষ্ঠ ॥৬৬॥

অশুদ্ধ হরিতাল। আয়ুনাশক, কফ, বায়ু ও মেহকর। তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, তজ্জন্য শোধন অত্যাবশ্যক ॥৬৭॥

হরিতাল শোধন।

হরিতাল কুষ্মাণ্ডের রসে, চূর্ণের জলে ও তৈলে পাক করিয়া শুদ্ধি করিলে দোষহীন হয়।

খণ্ড খণ্ড হরিতাল দশভাগের একভাগ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরনেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালণ করিয়া চার পুরু কাপড়ে বাঁধিয়া দোলা যন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। পরে কাঞ্জিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমূলের ক্কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর।

হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে, তিল তৈলে ও ত্রিফলার ক্কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয় ॥৬৮॥

প্রকারান্তর।

বিশুদ্ধ হরিতাল চূর্ণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে মর্দ্দন করিয়া উর্দ্ধ ও অধঃদেশে যবক্ষার চূর্ণ দিয়া

হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া বুয়াগুে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তার পর মুখ বদ্ধ করিয়া চার প্রহর পাক করিবে। এই হরিতাল চূর্ণ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নাশক।

বিশুদ্ধ হরিতালের গুণ।

কটু, স্নিগ্ধ, কষায় রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জরা, হারক দেহ শোধক, কান্তি, বীর্য্য ও ওজঃ বর্দ্ধক ॥৬৯॥

হরিতাল মারণ।

হরিতাল আমরুলের রসে, কাগুজীনেবুর রসে ও চূর্ণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া দ্বিগুণ শাল্মলীরক্ষার মধ্যে রাখিয়া কচ্ছপী যন্ত্রে বালুকা দ্বারা ঊর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া বার প্রহর পাক করত শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এক রতি পরিমিত সেবনীয়। কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগের শান্তি হয় ইতি হরিতাল মারণ ॥৭০॥

রসমাণিক কুষ্ঠাধিকারের ৩৭৬ সংখ্যার পর দেখুন ॥৭১॥

মনঃশিলার নাম।

নৈপালী, শিলা, নাগজিহ্বিকা, মনোহ্বা, কুনটী, গোলী, করঞ্জী, করবীরী ইত্যাদি। জবাকুসুমসদৃশ বর্ণ মনঃশিলা সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ॥ ৭২ ॥

অশুদ্ধ মনঃশিলা বলহ্রাস, মলবদ্ধ, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ ও অগ্নিমান্দ্য কর এবং শোধন হইলে সর্ব্ব রোগঘ্ন।

মনঃশিলা শোধন।

মনঃশিলা জয়ন্তী পাতার রসে, ভৃঙ্গরাজের রসে ও রক্ত

বর্ণ বক পুষ্পের রসে, দোলাযন্ত্রে এক দিবস ও ছাগ মূত্রে এক প্রহর পাক করিয়া কাঞ্জিতে ধুইয়া সর্ব্ব রোগে প্রয়োগ করিবে ॥৭৩।৭৫॥

মতান্তরে।

টাবানেবু, জয়ন্তী, বটপত্র ও আদার রসে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয় ॥৭৬॥

শোধিত মনঃশিলার গুণ।

মনঃশিলা কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কফঘ্ন, লেখন, সর। ভূতাবেশ, ভয় ও কাস শ্বাস নিবারক। ইতি মনঃশিলা শুদ্ধি ॥৭৭॥

খর্পর শোধন।

খর্পর রক্ত পীত পুষ্পের রসে পিষিয়া নরমূত্র, গো মূত্র ও সৈন্ধবলবণ সহ যবের কাঁজিতে সাত কিম্বা তিন দিন ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তরে।

খর্পর সাতবার পোড়াইয়া কাগুজী নেবুর রসে নিঃক্ষেপ করিলে অন্তর নির্ম্মল হয় ॥৭৮॥

খর্পর ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে এক দিন পাক করিলে ভস্ম হয় ॥৭৯॥

বিশুদ্ধ খর্পর নেত্র রোগ নাশক, ক্লেদহর, ক্ষয় রোগ হারক এবং গুরু। ইতি খর্পর শোধন ও মারণ ॥৮০॥

তুঁতের নাম।

তুত্থক, শিখিগ্রীব, হেমসার, ময়ূরক ইত্যাদি।

তুঁতিয়া শোধন।

বিড়াল ও পায়রার বিষ্ঠায় তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া পরে

দশ ভাগের এক ভাগ সোহাগা মিশাইয়া ভূধরপুটে পাক করিবে। তার পর সৈন্ধবলবণের সহিত মধু দিয়া পুট দিলে বিশুদ্ধ হয় ॥৮১॥

প্রকারান্তর।

বিড়ালের বিষ্ঠা সহ তুঁতিয়া মর্দ্দন করিয়া এবং মধু ও সোহাগা চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া তিন বার পুট দিলে বমন ও ভ্রমিকর শক্তি রহিত হইয়া বিশুদ্ধ হয় ॥৮২॥

প্রকারান্তর।

তুঁতিয়ার অর্দ্ধাংশ গন্ধক মিলাইয়া চার দণ্ড পাক করিবে। বমন ও ভ্রমশক্তি রহিত হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

তুঁতিয়ার গুণ।

কটু, ক্ষার ও কষায় রস, বিশদ, লঘু, লেখন, বিরেচক, চাক্ষুষ্য, কণ্ডূ, ক্রিমি ও বিষ নাশক ॥৮৩॥ ইতি তুত্থক শুদ্ধি।

বিমল বা মাক্ষিক শোধন।

ওলের মধ্যে মাক্ষিক কিম্বা বিমল রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গো দুগ্ধ, কদলী রস, কুলত্থকলায়ের ক্বাথ ও কোদ ধান্যের ক্বাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ, লবণ পঞ্চক, তৈল ও ঘৃত সহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়।

জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী রসে এক দিবস পাক করিয়া বিমল শোধন করিবে ॥৮৪॥ ইতি বিমল শুদ্ধি।

স্বর্ণমাক্ষিকের নাম।

মাক্ষিক, ধাতু মাক্ষিক (ভাঙ্গিলে সুবর্ণের ন্যায় হয়,) তপ্ত

তাপিত, গরুড়, মাক্ষিক, পক্ষী, বৃহদ্বর্ণ ইত্যাদি। বৃহদ্বর্ণ মাক্ষিক শ্রেষ্ঠ ॥৮৫॥

অশুদ্ধ মাক্ষিকের দোষ।

মন্দাগ্নি ও বল হানিকর, ব্রণ, বিষ্টম্ভ ও গাত্র বেদনা কারক, নিশ্চয় মৃত্যুপ্রদ ॥৮৬॥

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন।

স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া শাঁচিশাক ও ক্ষুদ্র ...টের ক্কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে অধঃপতিত শোধিত ...র্ণ লইবে ॥৮৭॥

প্রকারান্তর।

মাক্ষিক তিন ভাগ, সৈন্ধবলবণ এক ভাগ, জম্বীর কিম্বা টাবানেবুর রসে লৌহ পাত্রে পাক করত রক্ত বর্ণ ...ইলে মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

ধাতু মাক্ষিক ভস্ম।

মাক্ষিকের চতুর্থাংশ গন্ধক এবং এরণ্ড তৈল মিশ্রিত ...রিয়া চাকা করত শরাব সম্পূটে গজপুট দিলে সিন্দূরাভ ...স্ম হইয়া থাকে ॥৮৮॥

মাক্ষিকের গুণ।

তিক্ত ও মধুর রস, মেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশক, ...ক ও পিত্ত হারক, বলকর, যোগবাহী, রসায়ন ॥৮৯॥ ...তি মাক্ষিক শুদ্ধি।

হিরাকসের নাম।

কাশীশ, ধাতু কাশীশ, খেচর, দন্তরঞ্জন ইত্যাদি। ভৃঙ্গরাজ রসে স্বেদ দিলে হিরাকস নির্ম্মল হয়।

নির্ম্মল হিরাকসের গুণ।

কাশীশ নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, চিত্ত, নেত্র বেদনা এবং পিত্তাপস্মার নাশক, পারদের ন্যায় গুণ কর ॥ ৯০ ॥ ইতি কাশীশ শুদ্ধি।

কান্তপাষাণের নাম।

রাজপট্ট, মহাপট্ট, শিখিগ্রীব, বিরাটক।

কান্তপাষাণ শোধন।

কান্তপাষাণ চূর্ণ গাভি ঘৃত ও মহিষী দুগ্ধ সহ লৌহ পাত্রে পাক করত সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার সহ সজিনার রসে নিঃক্ষেপ করিয়া এক দিবস অম্লবর্গে ভাবনা দিয়া এক দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয় ॥৯১॥ ইতি কান্ত পাষাণ শুদ্ধি।

কড়ি শোধন।

পীত বর্ণ গেঁটে লম্বা ছয় মাষা পরিমিত কড়ি শ্রেষ্ঠ, চার মাষার কিম্বা কম মধ্যম, তদপেক্ষা কম ওজনের কড়ি নিকৃষ্ট।

কড়ি এক প্রহর কাঁজিতে স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

শোধিত কড়ির গুণ।

পরিণাম শূল, ক্ষয়, ও গ্রহণী রোগ নাশ হয়, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত কফ হারক॥৯২॥

প্রকারান্তর।

ভূমি গর্ত্ত করিয়া পাতা পাতিয়া তুষ পূরিয়া মধ্যে কড়ির মূষা রাখিয়া এই পালিকা নাম যন্ত্রে দগ্ধ করিলে কড়ি ভস্ম হয়। সর্ব্ব রোগ নাশক॥৯৩॥ ইতি বরাট শুদ্ধি

রসাঞ্জন শোধন।

রসাঞ্জন চূর্ণ জম্বীরনেবুর রসে ভিজাইয়া এক দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া সর্ব্ব কার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥১৪॥ ইতি রসাঞ্জন শুদ্ধি।

হিঙ্গুলের নাম।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলু, শুকতুণ্ডক, রসগন্ধক, হিঙ্গল, দৈত্যরক্ত ইত্যাদি।

হিঙ্গুল শোধন।

হিঙ্গুল অম্লবর্গে পেষণ করিয়া মহিষী দুগ্ধে সাত বার পিষিলে শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

মেষ দুগ্ধে সাত বার, অম্লবর্গে সাত বার ভাবনা দিলে হিঙ্গল শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

জম্বীরনেবুর রসে দোলাযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিয়, অম্ল-বর্গে সাত বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

আদা ও লকচ রসে সাত বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হয় ॥১৬।

বিশুদ্ধ হিঙ্গুলের গুণ।

রসগন্ধকের ন্যায়, তেলাকুচা ফলের আভা সদৃশ হিঙ্গুল শ্রেষ্ঠ।

বিশুদ্ধ হিঙ্গুল মেহ ও কুষ্ঠ হারক, রুচিকর, বলপ্রদ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১৭ ॥ ইতি হিঙ্গুল শুদ্ধি।

শিলাজতুর নাম।

শিলাজতু, শৈলেয়মদ্য, গিরিজ, অশ্মজ, ধাতুজ, অশ্ম-জতুক, শৈলজ, অশ্মসম্ভব।

গোদুগ্ধ, ত্রিফলার ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজ রস সহ লৌহ পাত্রে এক দিবস শিলাজতু মর্দ্দন করিলে নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ হয় ॥৯৯॥

শিলাজতুর গুণ।

বিশুদ্ধ শিলাজতু তিক্ত ও কটুরস, রসায়ন, ক্ষয়, শোথ, উদর, অর্শ এবং বস্তিবেদনা বিনাশক ॥১০০॥ ইতি শিলা-জতু শুদ্ধি।

সোহাগাদি শোধন।

সৌবীরাঞ্জন, সোহাগা, শঙ্খ, কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক এই সমুদয় কড়ির ন্যায় শোধন করিলে দোষ শূন্য হয়। কেহ কেহ বলেন, কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, শঙ্খ, হিরাকস, টঙ্কন, নীলা-ঞ্জন, শুক্তি, নাভিশঙ্খ, কড়ি এই সমুদয় জম্বীর রসে স্বেদ দিয়া উষ্ণ জলে ধুইলে বিশুদ্ধ হয় ॥১০১॥

সোহাগার নাম।

টঙ্কন, ক্রামণ, অষ্টঙ্গ, ক্ষার, পাচন, শুভগ, মালতি, জাতি, লৌহদ্রাবী।

প্রথমতঃ সোহাগা এক দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া নর মূত্রে ও গো মূত্রে রৌদ্রযন্ত্রে এক দিন ভাবনা দিবে। দিনান্তে জম্বীররসে ভিজাইবে। তার পর জম্বীররস হইতে তুলিয়া মরিচ চূর্ণ সহ নারিকেল পাত্রে রাখিবে এবং শীতল জলে প্রক্ষালন করিলে সোহাগা শোধন হয়।

বিশুদ্ধ সোহাগার গুণ।

অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন, রেচক ও লঘু। ইতি টঙ্গণ শুদ্ধি।

শঙ্খ শোধন।

শঙ্খ আট তোলা, সোহাগা অর্দ্ধ মাষা, অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া পাক করত হামামদিস্তায় চূর্ণ করিবে।

বিশুদ্ধ শঙ্খের গুণ।

বেদনা নিবারক, বিশেষ উদরাময় নাশক, শূল, অম্ল-পিত্ত, বিষ্টম্ভ ও মেহ হারক। অগ্নিদীপক ॥১০৩॥ ইতি শঙ্খ শুদ্ধি।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে উপরসাধিকার।

স্বর্ণাদি মণ্ডুর পর্য্যন্ত শোধন মারণ কথিত হইতেছে।

স্বর্ণ লৌহ আদি ধাতু উষ্ণ করিয়া তৈল, তক্র, গো মূত্র, কাঁজি এবং কুলত্থকলায়ের ক্বাথে শত শত বার নিঃক্ষেপ করিলে বিশুদ্ধ হয় ॥১০৪॥

অশোধিত ও জারিত নহে, এরূপ স্বুবর্ণ আদি ধাতু সুখ, বীর্য্য ও বল নাশক, নানা রোগ কারক তজ্জন্য শোধন ও মারণ আবশ্যক ॥১০৫॥

সুবর্ণকে মৃত্তিকা ও টাবানেবুর রসে পাঁচ দিন ভাবনা দিয়া মৃত্তিকা লবণ দ্বারা শোধন ও পুট দিলে শোধন হয় ॥১০৬॥

বল্মীক মৃত্তিকা, গৃহধূম, গৈরিক, ইষ্টক, লবণ এই পঞ্চ

মৃত্তিকা জম্বীরনেবুর রস ও কাঁজিতে পিষিয়া স্বর্ণ পাত্রে লেপ দিয়া পাঁচ দিন পরে পুট দিয়া শোধন করিবে ॥১০৭॥ ইতি স্বর্ণ শোধন।

স্বর্ণ ভস্ম।

স্বর্ণমাক্ষিক, সীসক চূর্ণ ও আকন্দ রস সোনার পাতে লেপ দিয়া পুট দিলে শীঘ্র ভস্ম হয় ॥১০৮॥

মতান্তরে।

উত্তম শোধিত পারদ সহ স্বর্ণ মর্দ্দন করিয়া ডেলা করিবে। ইহার উপর নীচে সীসক চূর্ণ রাখিয়া পুট দিলে ভস্ম হয় ॥১০৯॥

মতান্তরে।

সোনা ষোল ভাগের এক ভাগ সীসকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং সমানাংশ পারদ মিশাইয়া পিণ্ড করিয়া উহার সমান গন্ধক চূর্ণ নীচে উপর দিয়া শরাব সম্পুট করত ত্রিশ খানা বন্য ঘুঁটিয়ার আগুনে সাত বার পুট দিলে নিরুত্থ ভস্ম হয়।

মতান্তরে।

সমভাগ পারদে স্বর্ণ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ড করত সমান অংশ গন্ধক উপর নীচে দিয়া পুট বন্ধ করতঃ ত্রিশখানা বন ঘুঁটের আগুণে ক্রমশঃ চৌদ্দবার দিবে কিন্তু প্রতি বারেই গন্ধক দিতে হইবে। ইহাতে নিরুত্থ ভস্ম হয় ॥১১০॥

স্বর্ণ ভস্মের গুণ।

কষায়, তিক্ত ও মধুর রস। গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকর, চাক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদ, শুচি, আয়ু, মেধা, বয়ঃ, স্থৈর্য্য,

বিশুদ্ধাগ্নি এবং স্মৃতিপ্রদ। ক্ষয়, উন্মাদ, গরদোষ ও কুষ্ঠ রোগ নিবারক ॥১১১॥ ইতি স্বর্ণ শোধন ও মারণ।

রজত শোধন।

পোড়াইয়া শীতল হইলে কুঁদ ফুলের ন্যায় বিমল বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ ও সুকোমল রৌপ্য উৎকৃষ্ট।

অশোধিত ও মৃত নহে এরূপ রৌপ্য আয়ুঃ, শুক্র ও বল নাশক। এবং নানা রোগোৎপাদক এই জন্য শোধন করা আবশ্যক ॥১১২॥

রৌপ্য, সীসক ও সোহাগা প্রদান করিয়া কিম্বা সোহাগা ও অম্লরসে পাক করিয়া শোধন করিবে ॥১১৩॥ ইতি রজত শোধন।

রজত ভস্ম।

মাক্ষিক, গন্ধক চূর্ণ ও আকন্দের রসে রৌপ্য পত্রে লেপ দিয়া পুট প্রদানে ভস্ম হয় ॥১১৪॥

মতান্তরে।

কণ্টক বেধ্য অর্থাৎ পাতলা রূপার পাতায় দ্বিগুণ হিঙ্গুলের লেপ দিয়া ঊর্দ্ধ পাতনা যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিলে নিম্নে ভস্ম রজ পড়িয়া থাকে।

রৌপ্য, হরিতাল ও গন্ধক তুল্যাংশ মিশাইয়া কাগজী নেবুর রসে তিন পুট দিলে ভস্ম হয়।

হরিতাল এক ভাগ, জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া চতুর্গুণ রৌপ্য পত্রে লেপ দিয়া বদ্ধ করত পঁচিশখানা ঘুটের আগুনে ক্রমে তিন পুট দিলে নিঃসন্দেহ রৌপ্য ভস্ম হয়। প্রতি পুটে গন্ধক দিতে হইবে ॥১১৫॥

শোধিত রৌপ্যের গুণ।

শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়, মধুর ও অম্লরস, অগ্নিদীপক, বল ও আয়ুস্কর, লেখন। পুরাতন রোগ, গুল্ম, অজীর্ণ ও বাত প্রকোপ বিনাশক। ইতি রজত মারণ ॥১১৬॥

তাম্রের গুণ।

তাম্র প্রধান বিষ, কেন না অন্য বিষে এক দোষ, তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। ভ্রমি, মূর্চ্ছা, দাহ, উৎক্লেশ, শোষ, বমন, অরুচি, চিত্তসন্তাপ এই সমুদায় তাম্রের দোষ আছে, এই জন্য শোধন করিবে ॥১১৭॥

লবণ ও আকন্দ দুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া দগ্ধ করত নিসিন্দা পাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে শোধন হয় ॥১১৮॥

মতান্তরে।

গো মূত্রে তাম্রপত্র দিয়া দৃঢ়াগ্নি সন্তাপে এক প্রহর পাক করিলে শোধন হয়, ইতি তাম্র শোধন ॥১১৯॥

তাম্র পাক।

দ্বিগুণ গন্ধক সহ পারদ ঘৃতকুমারির রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণ যন্ত্রে চার প্রহর পাক করত শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্ব্ব রোগে প্রয়োগ করিবে। জম্বীরনেবুররস সৈন্ধবলবণ ও গন্ধকে তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিবে ॥১২০॥

অন্য মতে।

তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জম্বীর নেবুর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া সীজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার

পোড়াইয়া নিসিন্দাররসে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, তুত্থ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিন পুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিন পুট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ।

অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে দুইরতি মাত্রায় এক বৎসর সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়॥১২১॥

তাম্র উষ্ণ, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল, আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত ইত্যাদি নাশ হয়। ইতি তাম্র মারণ।

পিতল ও কাংস্য শোধন ও মারণ।

পিত্তল ও কাংস্য তাম্রের ন্যায় শোধন ও ভস্ম করিবে, ইহারা উভয়েই তাম্রবৎ গুণবিশিষ্ট ॥১২২॥ ইতি পিত্তল ও কাংস্য মারণ।

সীসক ও বঙ্গ শোধন।

সীসক কিম্বা বঙ্গ গলাইয়া বারত্রয় সছিদ্র পাত্রের নিম্নে আকন্দ দুগ্ধে ফেলিলে শোধন হয় ॥১২৩॥

মতান্তরে।

চনের জলে চার দণ্ড স্বেদ দিলে বঙ্গ বিশুদ্ধ হয় ॥১২৪॥ ইতি নাগ ও বঙ্গ শুদ্ধি।

সীসা ভস্ম।

সীসার পাতায় বক পাতা পিষিয়া লেপ দিয়া অপামার্গ ক্ষার চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া বাসকের কাটিতে এক প্রহর নাড়িয়া বাসক রসে সাতবার পুট দিলে সিন্দুরের ন্যায় ভস্ম হয় ॥১২৫॥

যথাবিধি ক্বাথাদি হাঁড়িতে রাখিয়া পাক করতঃ শুষ্ক হইলে উহাকে স্থালীপাক কহে ॥১৩৩॥

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, ইহাদের রসে পাক করিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে পাক করিবে অনন্তর দোষ নিবারক ঔষধি ক্বাথে স্থালী পাক করিবে ॥ ১৩৪ ॥

স্থালী পাকে সুপক্ক লৌহ চূর্ণ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া পুট দিলে দোষ দূর হইয়া গুণযুক্ত এবং লৌহ ভস্ম হয়, এই জন্য ব্যাধি নিবারণার্থ এক শত দশ পুট, রসায়নে হাজার পুট এবং বাজীকরণে শত হইতে পাঁচশত পুট প্রদান করিবে। পুট প্রদানানুসারে সহস্র সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লৌহ লঘু হইয়া হংসের ন্যায় জলে ভাসমান হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান ও চূর্ণ করিবে ॥১৩৫॥

চিকিৎসকেরা পুট পাকের ঔষধ, ক্বাথ ও স্বরস প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে প্রদান করিবেন। রসা-ভাবে ক্বাথ প্রদান বিধি ॥১৩৬॥

ত্রিফলাদিগণ।

ত্রিফলা, তেউড়ি, দন্তী, ত্রিকটু, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, পুনর্নবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, শুণ্ঠী, দাড়িম্বপত্র, শরপুঙ্খা, পুনর্নবা, তুলসী, মুতা, ওল, গুড়ূচী, মণ্ডূকপর্ণী, হস্তিকর্ণ পলাশ, কুলিশ, কেশরাজ, মাণ, খণ্ডিতকর্ণ ও দার্ব্বীশাক লৌহে পুট প্রদানার্থ সামান্য মারক দ্রব্য ইহাদের ত্রিফলাদিগণ কহে ॥১৩৭॥

বিশেষ পুটপাকার্থ এরণ্ডাদি গণ।

এরণ্ডাদি গণ।

এরণ্ড, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, শিরীষ, প্রসারিণী, মাষ ও মুদ্গপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কেতকী ইহারা সকল প্রকার বাত নাশক।

কিরাতাদি গণ।

চিরতা, গুড়ূচী, নিম্ব, ধনিয়া, শতমূলী, পটোল, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শাল্মলী, যজ্ঞডুমুরের মূল ইহারা পিত্ত নাশক ॥১৩৯॥

শুণ্ঠী, নিসিন্দামূল, বালা, লাটাকরঞ্জা, ডহরকরঞ্জা, মূর্ব্বা, শজিনা, শিরীষ, বরুণ, আকন্দপত্র, পারুলী, কণ্টকারী ইহারা কফরোগ নাশক ॥১৪০॥

গোক্ষুরাদিগণ।

গোক্ষুর, তালমাখনা, বৃহতী, শালপানী, মাষপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী, ইহারা বাতশ্লেষ্ম নাশক ॥১৪১॥

পটোলাদি গণ।

পলতা, বেণারমূল, কালকাসুন্দা, অপরাজিতা, লোধ, নীলোৎপল, কহ্লার, বরাহক্রান্তা ইহারা পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক।

কিংশুকাদি গণ।

পলাশ, গাম্ভারী, শুণ্ঠী, গণিয়ারি, গোক্ষুর, শ্যোনাক, শালপানী, মাষপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, গুড়ূচি, পারুলী, কণ্টকারী, বৃহতী, কিংশুক ইহারা ত্রিদোষ নাশক।

পিপ্পল্যাদি গণ।

শতাবরী, বেড়েলা, আমলকী, গুড়ূচী, বৃদ্ধদারক,

শূকশিম্বী, ভৃঙ্গরাজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, তালমাখনা, অশ্বগন্ধা, পিপ্পলী ইহারা বাজী কর্ম্মে প্রশস্ত ॥১৪২॥

রসায়নে পুটপাক।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিণ্ডখেজুর, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষীরীশা, ভেলা, গুড়ুচী, চিতা, হস্তিকর্ণ পলাশ, তালমূলী, যষ্টিমধু, মুণ্ডিরী, কেশরাজ এই সমুদয় রসায়নে পুট প্রদান করিবে ॥১৪৩॥

পুটপাক বিধি।

ইহাদের প্রত্যেক কিম্বা সমুদয় দ্রব্য দ্বারা বারম্বার পুট প্রদান করিবে ॥১৪৪॥

ত্রিফলাদি দ্রব্য লৌহ তুল্য গ্রহণ করিবে ॥১৪৫॥

পুটপাকের বিধি।

একহাত গর্ত্ত করিয়া বন্যঘুঁটে তুষ কিম্বা কাষ্ঠের দ্বারা উহার অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া তদুপরি লৌহ ও অগ্নি প্রদান করিয়া তুষ প্রভৃতির দ্বারা চাপা দিবে। দিনে কি রাত্রে চার প্রহর এইরূপ পুটপাক করিয়া ভস্ম করিবে ॥১৪৬॥

পুটপাকে ঊর্দ্ধদেশে রাখিলে দ্রব্য ভস্ম হইয়া যায়, এবং অধোদেশ হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে ঔষধি স্বল্পবীর্য্য হয়। ছাই ফেলিয়া সুশীতল দ্রব্য গ্রহণ করিবে, গরম বাহির করিলে ঔষধের গুণ হয় না। ইতি পুটপাক বিধি ॥১৪৭॥

লৌহ ভস্ম।

বিশুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লৌহ তিন ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পাতা আচ্ছাদন করতঃ দুই প্রহর পুটপাক করিবে, তার

পর তিন দিন ধান্যরাশি মধ্যে রাখিয়া পরে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। তীক্ষ্ণ, মুণ্ড ও কান্ত লৌহ এইরূপে বিরুত্থ ভস্ম হয় ॥১৪৮॥

মতান্তরে।

লৌহের বার ভাগের এক ভাগ হিঙ্গুল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করত সাতবার পুটপাকে লৌহ ভস্ম হয় ॥১৪৯॥

লৌহ নিরুত্থ করণ মিত্র—পঞ্চক।

মিত্র পঞ্চকসহ বিপক্ব মৃত লৌহ সংযত না হইলে চার রতি সেবন করিবে ॥১৫০॥

ঘৃত, মধু, কুঁচ, সোহাগা ও গুগ্‌গুলু মিত্র পঞ্চক ধাতু পদার্থে সংযোজক।

মতান্তরে।

গো ঘৃত, গন্ধক, লৌহ তপ্ত খল্লে ঘৃতকুমারী সহ এক দিন মর্দ্দন করিয়া রুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে।

রসায়নে বিশেষ বিধি।

ঘৃত, মধু, কুঁচ ও সোহাগা সহ লৌহ ভস্ম মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। মিশ্রিত হইলে রসায়নার্থ প্রয়োগ করিবে ॥১৫১॥

কৃষ্ণলৌহ, শোথ, শূল, অর্শ, ক্রিমি, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, মেদ ও বায়ু নাশক। বয়ঃস্থাপক, গুরু, চাক্ষুষ্য, আয়ু, শুক্র, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, রসায়ন শ্রেষ্ঠ। লৌহ সেবন কালে কুষ্মাণ্ড, তিল তৈল, সর্ষপ, রশুন, মদ্য এবং অম্ল দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। সামান্য লৌহ হইতে ক্রৌঞ্চ লৌহ দ্বিগুণ, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ অষ্ট গুণ, কালিঙ্গ হইতে

ভদ্র শতগুণ, ভদ্র হইতে বজ্র সহস্রগুণ, বজ্র হইতে পাণ্ডি শতগুণ, পাণ্ডি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ এবং নিরঙ্গ হইতে কান্ত লৌহ সহস্র কোটী মহাগুণ যুক্ত ॥১৫২॥ ইতি লৌহ মারণ।

মণ্ডূর শোধন।

লোহার ময়লা মৃত লোহের গুণ করে। রোগোপশমনার্থ মণ্ডূর সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবে। শত বর্ষের ঊর্দ্ধ সময়ের মণ্ডূর উৎকৃষ্ট, আশী বৎসরের মধ্যম এবং ষাট বৎসরের অধম। ইহার ন্যূন সময়ের মণ্ডূর বিষ সমান ॥১৫৩॥

মণ্ডূর বহেড়ার কাষ্ঠাগ্নিতে পোড়াইয়া সাত বার গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করত লেহন করিলে কুম্ভ কামলা নষ্ট হয় ॥১৫৪।

মণ্ডূর হইতে মুণ্ড লৌহ দশ গুণ, মুণ্ড হইতে তীক্ষ্ণ শত গুণ এবং তীক্ষ্ণ হইতে কান্ত লৌহ লক্ষ গুণে ফলপ্রদ ইতি কিট্ট শোধন ও মারণ ॥১৫৫॥

স্বর্ণাদি শোধন ও মারণ।

সীসকে সুবর্ণ, মাক্ষিকে রজত, গন্ধকে তাম্র, মনঃশিলায় সীসক, হরিতালে বঙ্গ, স্ত্রী দুগ্ধে হিঙ্গুল ও পারদে লৌহ ভস্ম করিবে। ইতি স্বর্ণাদি শোধন ও মারণ বিধি ॥১৫৬॥

মণি মুক্তা শোধন।

জয়ন্তী পাতার স্বরসে মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি এক প্রহর দোলাযন্ত্রে স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

বিশুদ্ধ মুক্তা চূর্ণ লঘু পুটে পাক এবং হীরক কাঁজি সহ পাক করিলে ভস্ম হয় ॥১৫৭॥

মতান্তরে।

মুক্তা, প্রবাল আদি রত্ন উষ্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর ও ইন্দ্রনটে রসে নিঃক্ষেপ করিলে ভস্ম হয় ॥১৫৮॥

প্রবাল ভস্ম।

প্রবাল স্ত্রী দুগ্ধে ভাবনা দিয়া তক্রের সহিত হাঁড়ির মধ্যে বদ্ধ করিয়া দুই পাক প্রহর করিলে ভস্ম হয় ॥১৫৯॥ ইতি প্রবাল মারণ॥

মুক্তাদি শোধন।

অষ্টবিধ মণি ও মনঃশিলা পুনঃ পুনঃ কুলথকলায় ক্বাথে সিক্ত করিয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করত শোধন করিবে॥ ১৬০ ॥ ইতি মুক্তাদি শোধন ও মারণ।

বিষ শোধন।

সমভাগ সোহাগা সহ বিষ তিন দিন গোমূত্রে ভাবনা কিম্বা ত্রিফলার ক্বাথে পাক করিবে অথবা ত্রিফলার ক্বথ ও ছাগদুগ্ধ সহ দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া শোধন করিবে॥১৬১॥

গোমূত্র পূর্ণ পাত্রে দশ তোলা বিষ দোলা যন্ত্রে অহো রাত্র পাক করিয়া শোধন করিবে।

মতান্তরে।

চণকবৎ স্থূল বিষ খণ্ড গোমূত্র সহ সূর্য্যের তীব্র সন্তাপে অন্যূন তিন দিন শুষ্ক করিয়া শোধন করিবেন এবং প্রতি দিবস নূতন গোমূত্র সংযুক্ত করিবে। ইতি বিষ শুদ্ধি॥১৬২॥

উপবিষ শোধন।

আকন্দ, সীজ, বিষলাঙ্গলিয়া, করবী, গুঞ্জা, আফিম এই সাত উপবিষ।

ধুস্তূর বীজ এবং উপবিষ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য দুগ্ধ পূর্ণ ভাণ্ডে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়॥১৬৩॥

জয়পাল শোধন।

নিস্তুষ জয়পালের বীজের মধ্যে পাতার ন্যায় সূক্ষ্মাংশ

ফেলিয়া অষ্টমাংশ সোহাগা মিশ্রিত করতঃ কেশযন্ত্রে ভাবনা এবং দুগ্ধে পাক করিবে। এইরূপ তিনবারে জয়পাল বিশুদ্ধ হইয়া অমৃত তুল্য হয় ॥১৬৪।

সিদ্ধ দুগ্ধ।

তেঁতুল পাতার রস দুই তোলা ও ষোল তোলা সিদ্ধ দুগ্ধ রৌদ্রযন্ত্রে ভাবনা দিয়া দ্রবভাগ শুষ্ক হইলে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে ॥১৬৫॥

জলৌকা শোধন।

হরিদ্রা চূর্ণ চার মাষা ও বত্রিশ তোলা জল মধ্যে তাম্র পাত্রে বহু দিবস রক্ষিত জলৌকা নিঃক্ষেপ করিলে উহার লালা নির্গত হইয়া যায়। লালা ত্যক্ত জলৌকা রক্ত মোক্ষণার্থ ব্যবহার করিবে।

রোম পৃষ্ঠা, কপিলা, রক্তরেখা এবং দুর্ব্বলা জলৌকা চিকিৎসকেরা ত্যাগ করিবেন ॥১৬৬॥ ইতি জলৌকা শোধন।

বৃদ্ধদারক শোধন।

বীজমাত্র সৈন্ধব লবণের সহিত জল মিশ্রিত অপামার্গ রসে রাখিয়া রৌদ্র যন্ত্রে শুষ্ক করিলে শোধন হয়।

মতান্তরে।

দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রে দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া শোধন করিবে ॥১৬৭॥

জয়পাল বীজাদি শোধন।

অপামার্গের কষায়ে নিম্বু বীজ শোধন করিবে।

শজিনা, কার্পাস বীজ, অপামার্গ বীজ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শোধন হয়, ইহাতে সৈন্ধবলবণ প্রয়োগ করিবে না।

কটকী, ঘোষা, দন্তী, ঝিঙ্গা, ইন্দ্রবারুণী; তিতলাউ, পীত ঘোষা, কাকতুণ্ডী এই সমস্ত দ্রব্যে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়। আমলকীররসে মহাকাল বীজ এবং পলাশ বীজ, ভৃঙ্গরাজ রসে করঞ্জদ্বয় বীজ, গুঞ্জাদি সর্ব্ববিধ বীজ লবণ ব্যতীত নরমূত্রে, নারিকেল জলে বেল এবং ভেলা শোধন হয়। গুড়ুচী ত্রিফলার ক্বাথ ও দুগ্ধ সহ বারম্বার পাক করিলে দৃঢ় গুগ্‌গুলু শোধন হয় ॥১৬৮॥ ইতি বিষোপবিষ শোধন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র-বসাকের রসেন্দ্রসার সংগ্রহ
অনুবাদে জারণ-মারণ প্রকরণ।

বিরেচন চিকিৎসা।

ক্ষীর সমুদ্র হইতে উত্থিত, পীতবস্ত্র পরিধেয়, চতুর্ভুজ, নানাগদ নিসূদন ধন্বন্তরিকে ভক্তি পূর্ব্বক বন্দনা করিয়া প্রথমে বিরেচক ঔষধ বলিতেছি ॥১॥২॥

ইচ্ছাভেদী রস।

পারদ, সোহাগা, মরিচ ও গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ। শুঁঠ, দ্বিগুণ। জয়পাল চূর্ণ নয় ভাগ মিশ্রিত করিয়া এক রতি পরিমিত শীতল জল অনুপানে সেবনে দাস্ত হইবেক। পথ্য দধি ভাত। গরম খাইলে দাস্ত বন্ধ হইবেক ॥৩॥

ইচ্ছাভেদী রস।

জয়পাল আট ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, শুঁঠ তিন ভাগ, মরিচ দুই ভাগ, পারদ ও সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ এক রতি বটি করিয়া সেবনে দাস্ত হইবেক। ইহাতে

শূলব্যাধি আদি পিত্তজ, একাদশ প্রকার কুষ্ঠ, ভগন্দর, হৃদ্‌রোগ এই সমুদায় নাশ হয় ॥৪॥

গদমুরারী ইচ্ছাভেদী।

পারা, গন্ধক, তামা, হরিতাল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ সমুদায়ের সমান জয়পাল দিয়া ভৃঙ্গরাজেররসে দুই প্রহর খল করিবে। ইহা সেবনে ভেদ হইবেক। সন্নিপাতাদি সকল রোগ নষ্ট হয়।

বিরেচনের পর পথ্য — মৎস্য, মাংস আদি ঘৃত সংযুক্ত বস্তু ॥৫॥

কুম্ভিশ রস।

হরীতকী চূর্ণের পঞ্চম অংশ জয়পাল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সিজের আটায় খল করিবে। এক চণক প্রমাণ বটী করিয়া সেবনে দাস্ত হইবেক। ইহাতে আষ্মান, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ক্লম, আমদোষ, বিষ্টম্ভ ইত্যাদি ভাল হয় ॥৬॥

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, পিপুল সমভাগ, সকলের সমান জয়পাল মিশ্রিত করিয়া সেবন করত শীতক্রিয়া করিলে ভেদ এবং উষ্ণ প্রক্রিয়ায় বন্ধ হয় ॥৭॥

ইচ্ছাভেদী রস।

শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ। জয়পাল তিন ভাগ ইহাদের চূর্ণ দুই রতি শর্করা সহ সেবনের পর যত বার চুল্লুকা পান করা হয় তত বার দাস্ত হয় ॥৮॥

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

ঘোষা ও স্বর্ণ ফুল গুড় দিয়া বটী করিয়া গুহ্যদেশে দিলে আম সহ মল বিরেচন হইয়া ঔষধ পতিত হয়। পরে গুহ্য দেশে ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার আর একটি বটী প্রদান করিবে, এই রূপ বার বার করিলে আম ও মল বিরেচন হওত দেহ শুদ্ধ হইয়া নিরাময় হয় ॥৯॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস।

পরা, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ মাত্রা তিন রতি। ইহা সেবনে সকল প্রকার জ্বর, আমবাত, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি বিনাশ হয়। ব্রহ্মার নির্ম্মিত রস।

বিরেচন নিষেধ।

বাল, বৃদ্ধ, কৃশ, ক্ষীণ, পীনসার্ত্ত, ভীত, রুক্ষ, যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ, তৃষ্ণাপীড়িত, গর্ভিণী, নবজ্বর, অধোগামী রক্ত পিত্ত এবং সূতিকা রোগে বিরেচন দেওয়া নিষেধ। অন্যান্য স্থলে বলাবল বিবেচনা করিয়া বিরেচন দিবেন। নবজ্বরে ভেদ করাইতে হইলে বিবেচনা করিয়া বিরেচক প্রয়োগ করিবেন।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে বিরেচনাধিকার।

জ্বর-চিকিৎসা।

নবজ্বরাঙ্কুশ।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল তিন ভাগ,

দন্তীবীজ চার ভাগ এই সমুদায় দন্তী ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে নবজ্বর নাশ হয়। মাত্রা এক রতি অনুপান জল, আদার রস, চিনি ।১।

স্বচ্ছন্দভৈরব।

তামা ভস্ম ও বিষ ধুতুরার রসে এক শত ভাবনা দিবেন। আদার রস, চিনি ও সৈন্ধবলবণ অনুপানে অর্দ্ধ রতি মাত্রায় সেবনে নবজ্বর বিনাশ হয়। পথ্য ইক্ষু, দ্রাক্ষা, চিনি ও দধি ।৩।

ত্রৈলোক্য ডম্বুর রস।

পারা, তামা, গন্ধক, পিপুল, জয়পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়া গাব প্রত্যেকে এক তোলা সীজের আটায় মর্দ্দন করিবে। মধু অনুপানে দুই রতি সেবনীয়। নবজ্বর নাশক ।৮।

জ্বর মুরারী রস।

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, নাগরমুতা, হরীতকী, জয়পাল সমভাগ চূর্ণ সেবনে নবজ্বর নাশ হয় ।৭।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ।

গন্ধক, সোহাগা, পারদ, হরিতাল, মৎস্য পিত্তে খল করিয়া দুই দিন ভাবনা দিলে প্রস্তুত হয়। চার রতি সেবনীয়। ঘর্ম্মোৎপাদক ও জ্বরঘ্ন। পথ্য বেগুণ ও ঘোল ।৮।১।

প্রতাপ মার্ত্তণ্ড রস।

বিষ, হিঙ্গুল, জয়পাল, সোহাগা ক্রমশঃ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া লইবেন। ইহাতে নবজ্বর ভাল হয় ।৯।১।

তরুণ জ্বরারি রস।

জয়পাল, গন্ধক, বিষ, পারা প্রত্যেকে সমভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। চিনি ও জল দিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসে দুই রতি পরিমিত সেবনে রেচন হইয়া জ্বর ভাল হয়। পথ্য পটোল ও মুগের যূষ ॥৯॥

গদমুরারী।

পারা, গন্ধক, লৌহ; অভ্র, তামা, হিঙ্গুল, সীসক সমভাগ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি সেবনে সদ্য জ্বর নাশ হয় ॥১০॥

হিঙ্গুলেশ্বর।

হিঙ্গুল, পিপুল, বিষ প্রত্যেকে সমভাগ। মাত্রা দুই রতি। মধু সহ সেবনে বাত জ্বরের শান্তি হয় ॥২॥

জ্বরধূমকেতু।

পারদ, সমুদ্রফেণ, হিঙ্গুল, গন্ধক সমভাগ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া লইবেন। নবজ্বরে মাত্রা চার রতি। অনুপান আদার রস ॥৩॥

মৃত্যুঞ্জয় রস।

গোমূত্রে শোধিত বিষ, মরিচ, পিপুল, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ, জম্বীর রসে শোধিত হিঙ্গুল দুই ভাগ, সমুদায় চূর্ণ করিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিবে। পারা এক ভাগ দিলে হিঙ্গুল প্রদান করিতে হইবেক না। অব্যক্ত, সিদ্ধিদ, শুদ্ধ, রোগঘ্ন কীর্ত্তিবর্দ্ধক, যশপ্রদ, শিবস্বরূপ। তীব্র জ্বরে, মহাঘোরে এবং রোগী বলবান্ হইলে পূর্ণ মাত্রা চারটী বটী, অপর স্ত্রী, বালক ও ক্ষীণ রোগীকে অর্দ্ধমাত্রা এবং

অতিবৃদ্ধ, ক্ষীণ, শিশু ও অল্প বয়স্ককে মাত্রার চতুর্থাংশ দিবেন ॥৪॥

এই মৃত্যুঞ্জয় রস মৃত্যুরূপ জ্বর নাশক, মৃত্যুকে জয় কারক। মধু সহ লেহন করিলে সর্ব্বজ্বর বিনাশ, দধির জল অনুপানে সেবনে বাতজ্বর নাশ, আদার রসে দারুণ সান্নিপাতিক নষ্ট, জম্বীর নেবুর রস অনুপানে অজীর্ণ জ্বর বিনাশ, জীরা চূর্ণ ও গুড় দিয়া সেবনে বিষম জ্বর নাশ হয়।

জয়া বটী।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা, নিমপাতা, বিড়ঙ্গ, জয়ন্তী এই সমুদায় ছাগমূত্র সহ পেষণ করিয়া ছোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবেন ॥৫॥১॥

জয়ন্তী বটিকা।

বিষ, পাঠ, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিম, জয়ন্তী, প্রত্যেকে সমভাগ ছাগমূত্রে পিষিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবেন ॥৫॥২॥

জয়াজয়ন্তী বটী।

উভয় ঔষধ অনুপান বিশেষে বিবিধ রোগ নাশ হয়। যথা - দুগ্ধের সহিত সেবনে পিত্তজ্বর নাশ হয়। পথ্য ঘৃতবিহীন মুগ ও আমলকীর যুষ। সন্নিপাত জ্বরে মরিচ চূর্ণ মধু, বিষম জ্বরে ঘৃত, সর্ব্বজ্বরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সহ মধু, শীতজ্বরে গোমূত্র, রক্তপিত্তজ্বরে চন্দনের ক্বাথ, মধু অনুপানে কাস, পাণ্ডুশোথে তণ্ডুলোদক, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গোমূত্র, কেতকী মূল জলে পিষিয়া উক্ত ঔষধের লেপ কাকন কুষ্ঠে দিলে, প্রমেহ রোগে মধু,

সকল প্রকার প্রমেহে লোধ, মুস্তা, হরীতকী, কট্‌ফল সম ভাগ ক্কাথে মধু দিয়া, ত্রিদোষ জনিত গুল্মে উষ্ণজল, ভগন্দরে শুঁঠ চূর্ণ, গ্রহণী রোগে ঘোল, ত্রিদোষজনিত রক্তপিত্তে শীতল জল, রাত্র্যন্ধে ভৃঙ্গরাজ রস, ইত্যাদি অনুপানে জয়া ও জয়ন্তী বটীতে সমস্ত রোগ নাশ হয় ॥৫॥

ভস্মেশ্বর।

বিলঘুঁটে ভস্ম আট তোলা, মরিচ দেড় তোলা, বিষ দেড় তোলা একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা পাঁচ রতি ইহা সন্নিপাতাদি নিবারক ॥৬।১॥

বিদ্যাধর রস।

পারা, গন্ধক, তামা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কটকী, সোহাগা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, দন্তী, ধুস্তুর, আবন্দ, বিষ প্রত্যেকে এক তোলা। জয়পাল ষোল তোলা এই সমুদায় সিজদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া দন্তী ক্কাথে ভাবনা দিবেন। মাত্রা দুই রতি। ইহাতে জ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী, মলদ্বারের বেদনা, শূল, অজীর্ণ, ক্রিমি, বিবন্ধ, প্লীহা ইত্যাদি রোগ নাশ হয় ॥১১॥

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগা, পিপুল, বিষ ও জয়ন্তী সমভাগ জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি বা তিন রতি ইহাতে সন্নিপাতাদি, শ্বাস, কাস আদি সকল প্রকার জ্বর নাশ হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশ।

পারা, গন্ধক, বিষ, প্রত্যেকে এক তোলা, ধুস্তুর বীজ

তিন তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে চার তোলা আদার রস ও জম্বীরনেবুর মজ্জা সহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। ইহাতে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, বিষম ও ত্রিদোষ জনিত এই অষ্টবিধ জ্বর নাশ হয় ॥১২॥

জ্বরকেশরী।

পারা, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়পাল প্রত্যেকে এক তোলা, ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা এক রতি। বালকগণের মাত্রা এক সরিষা। নারিকেল জল অনুপানে পিত্তজ্বর নাশ হয়। মরিচ সহ সন্নিপাতজ্বর, পিপুল ও জীরা চূর্ণ সহ সেবনে দাহ জ্বর নাশ হয় ॥১৩॥

নবজ্বরেভ সিংহ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেকে এক তোলা। বিষ অর্দ্ধ তোলা দুই দিবস মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। মহাঘোর নবজ্বর, বাত সংগ্রহণী আদি নাশ হয় ॥১৪॥

নিরাম জ্বরে।

উদক মঞ্জরী রস।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে এক তোলা, বিষ চার তোলা। মৎস্য পিত্তে তিন দিন ভাবনা দিবেন। মাত্রা তিন রতি। পথ্য শরীরের উত্তাপ অধিক থাকিলে ভিজান ভাত, তক্র প্রভৃতি সেবন করিবে। পিত্ত প্রবলে মস্তকে জল দিবেন ॥১৫॥

চন্দ্রশেখর।

পারা, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা ইহাদের সমান মনঃশিলা। মৎস্য পিত্তে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস ভাবনা দিবেন। মাত্রা দুই রতি। অনুপান আদার রস ॥ ১৬।১॥

পঞ্চবক্ত্র রস।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, সীসা, পিপুল, ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিবেন, মাত্রা দুই রতি, অনুপান আকন্দমূলের ক্বাথ ও শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ। সন্নিপাত জ্বর নাশক ॥১৬॥

পর্পটী রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া পরে তামা ও লৌহ ভস্ম চতুর্থাংশ মিশাইবে এবং লৌহ পাত্রে পাক করিবেন। কর্দ্দমবৎ হইলে গোময়োপরি সংস্থিত কদলীপত্রে পর্পটীবৎ ক্ষেপণ করিয়া পরে চূর্ণ করতঃ নিসিন্দার রসে এক দিবস জয়ন্তী, ঘৃতকুমারী, বাসক, ব্রহ্মযষ্টি, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও মুণ্ডিরী প্রত্যেকের রসে বা ক্বাথে সাত দিন ভাবনা দিয়া জলন্ত অঙ্গারের স্বেদ দিবে। মাত্রা চার রতি। অনুপান হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ ইহা শ্লেষ্ম জ্বরঘ্ন ॥১৭॥

বাত পিত্তান্তক রস।

পারা ভস্ম, অভ্র, মুক্তা, তামা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুড়চী, আমলকী, শতমূলী, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রসে এক এক দিন ভাবনা দিবেন। মাত্রা এক মাষা। চিনি ও মধুর

সহিত অথবা যষ্টিমধুর ক্বাথে চিনি দিয়া সেবনীয়। ইহা বাতপিত্ত জ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ নিবারক ১৮॥

বিশ্বেশ্বর রস।

পারা ভস্ম, তামা, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুঁঠ, ব্রহ্মযষ্টি, হরীতকী, বালা, ধনে সমভাগ ক্ষেতপাপড়ার রসে এক দিন ভাবনা দিবেন। মাত্রা এক মাষা। অনুপান সৈন্ধবলবণ, কাকমাচীর রস। ইহা কফপিত্ত ও মদাত্যয় রোগে মধু সহ লেহন করিবে।

শীতারি রস।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, তেঁতুল ছাল ভস্ম ও বিষ প্রত্যেকে সমভাগ। তুষ বর্জ্জিত জয়পাল পারার দ্বিগুণ। জম্বীর নেবুর রসে এক দিন মর্দ্দন করিবেন। মাত্রা দুই রতি। অনুপান গরম জল। বাতশ্লেষ্ম ও শীত জ্বর নাশক ॥১৯॥

চিন্তামণি রস।

পারা, বিষ, গন্ধক, সোহাগা, তামা, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মধুর সহিত শতবার মর্দ্দন করিবেন। মাত্রা চার রতি। ইহার এক, দুই বা তিন বটী শুণ্ঠীর ক্বাথ সহ সেবন করিয়া নারিকেল জল অথবা ঘোলে জীরা চূর্ণ সৈন্ধবলবণ দিয়া খাইবেন। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্লীহা, আগ্মান, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। ভৈরবের বিনির্ম্মিত ॥২০॥

চিন্তামণি রস।

পারা, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তুর বীজ, প্রত্যেকে এক

ভাগ। তামা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে দুই ভাগ একত্র করিয়া জম্বিরনেবুর মজ্জা ও আদার রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নিপাত, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, চাতুর্থিক, সাধ্য ও অসাধ্য জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আধ্মান, বাত, অতিসার, ছর্দ্দি ও অরুচি বিনাশ হয়। দিবাকর যেমন অন্ধকার হরণ করে তদ্রূপ এই চিন্তামণি রসে সকল প্রকার জ্বর নাশ করে ॥২১॥

সন্নিপাত জ্বরে।

কুল বধু।

পারা, তামা, সীসা, মনঃশিলা, তুঁতে প্রত্যেকে এক তোলা। গোরক্ষচাউলার রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। জলে ঘষিয়া নাশ দিলে দারুণ সন্নি-পাত জ্বর নাশ হয় ॥২২॥

জয় মঙ্গল রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সমভাগ। আকনাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বেল মূল ইহাদের ক্বাথে এক দিন মর্দ্দন করিয়া মূষাবদ্ধ করত ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিবে। এক মাষা দশমূল ক্বাথ সহ অঞ্জন বা নস্য দিলে সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় ॥২৩॥

নস্য ভৈরব।

রসসিন্দুর, তামা, চিতা, লৌহ, সোহাগা, খর্পর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকন্দ দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিয়া আকন্দ রসে নস্য দিলে সন্নিপাত নাশ হয়।

অঞ্জনভৈরব।

পারা, লৌহ, পিপুল ও গন্ধক সমভাগ। জয়পাল চার ভাগ। ইহাদের সমস্তের দ্বিগুণ জম্বীর নেবুর রস সহ পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রব সহ সন্নিপাত নাশ হয় ॥২৪॥

অঞ্জন রস।

গন্ধক ও পারা রশুনের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া রশুনের রসে নস্য দিলে সংজ্ঞা লাভ এবং মরিচ সহ প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা ও প্রলাপ নষ্ট হয় ॥২৫॥

অঞ্জন রস।

হিঙ্গু, খর্পর, তুঁতে, কর্পূর ও তামা বক ও কালকাসুন্দার রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। ইহার অঞ্জনে সর্ব্বদোষ যুক্ত জ্বর ও দাহ আদি নাশ হয় ॥২৬॥

ত্রৈলোক্য সুন্দর।

পারা ও গন্ধেক কজ্জলী দুই তোলা, কুরচী, তালমূলী, ধুস্তুর, কেশুতে, ঘোষা, জয়ন্তী, মণ্ডূকপর্ণী ইহাদের পত্র রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা এক রতি। ত্রিদোষজ জ্বর নাশক; বিরেচক। শরীরের উত্তাপ অধিক হইলে নারিকেল জল দিয়া প্রদান করিবেন ॥২৮॥

স্বচ্ছন্দ ভৈরব।

পারা ও গন্ধকে কজ্জলী এক তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বিষ কণ্টালিকা ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস অর্দ্ধ তোলা দিয়া মর্দ্দন করত শুষ্ক করিবেক। মাত্রা মুগ পরিমিত।

অনুপান জীরক চূর্ণ আদার রস। ইহাতে সন্নিপাত, গ্রহণী ও সূতিকা রোগ নাশ হয় ॥২৮॥

শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ।

শীত, শরীর শীতল, বমি, অতিসার, কম্প, ক্ষুধা নাশ, অঙ্গমর্দ্দ, হিক্কা, শ্বাস, শ্রম, অনিচ্ছা, সর্ব্বাঙ্গ শিথিলতা ইত্যাদি হয় ॥২৯॥

আনন্দ ভৈরব।

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, জৈত্রী সমভাগ চূর্ণ জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি আদার রস অনুপানে সেবনে সুদারুণ সন্নিপাতাদি অষ্ট প্রকার জ্বর, অতিসার, জীর্ণজ্বর, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও আমবাতাদি রোগ নাশ হয় ॥৩০॥

আনন্দ ভৈরবী।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, তামা, ধুস্তুর বীজ, হিঙ্গুল প্রত্যেকে সমভাগ জয়ন্তীর রসে এক দিন ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবেন। অনুপান তালমূলী রস, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ অনুপানে সেবনে সুদারুণ সন্নিপাত বিনাশ হয়, সামান্য বা ত্রিদোষজ শীতাঙ্গ সন্নিপাত জ্বরে ধনে, পিপুল, শুঁঠ, কটকী, কণ্টকারী ক্বাথ অনুপানে ভাল হয়। চার রতি পরিমিত পর্পটী পিপুলের ক্বাথ সহ সেবনে সন্নিপাত জ্বর নাশ করে। মূলা, কটকী, বেলশুঁঠ, ও জীরা সমভাগ দধির মাতে পিষিয়া আনন্দ ভৈরব বটী সেবনে সন্নিপাতাতিসার বিনাশ হয়। শাক খাওয়া নিষেধ।

। ছালের কাথ সহ সেবনে পাণ্ড ... পরিমিত সোমরাজের তৈলে মিশ্রিত ... কুষ্ঠ নাশ হয়। দধি, চিনি ও মধু অনুপানে ... । যবক্ষার, চিনি, গোদুগ্ধ, মধু, বটের জটা ... অনুপানে সেবনে প্রমেহ রোগের শান্তি হয় ॥৩১॥

প্রাণেশ্বর।

পারা এক ভাগ, গন্ধক এক ভাগ, বিষ অর্দ্ধ ভাগ, তাল মূলীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কাঁচকুপীতে পূরিয়া সাত বার বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ দিয়া কুম্ভীর পুট প্রদানানন্তর শীতল হইলে জীরা, কৃষ্ণ জীরা, সাজীক্ষার, সোহাগা, গুগ্‌গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল কাথে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া পুনঃ উহাদের ক্বাথে সাত বার ভাবনা দিয়া সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিবে। মাত্রা পাঁচ রতি। নবজ্বরে পানের রস অনুপানে সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে; ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, দাহ, গুল্ম, ত্রিদোষজ শূল ইত্যাদি নিশ্চয় ভাল হয় ॥৩২॥

সন্নিপাত ভৈরব।

তামা, গন্ধক, পারদ, সাদাকুঁচ, মরিচ, হরীতকী, মৎস্য পিত্ত, জয়পাল সমভাগ খল করিয়া চার রতি পরিমিত বটি করিবে। সন্নিপাত জ্বর নাশক। শ্রীভৈরবনাথের প্রকাশিত।

শীতভঞ্জী রস।

পারা, হিঙ্গুল, গন্ধক, জয়পাল সমভাগ দন্তী কাথে

মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। আদার রস অনুপানে সেবন কবিলে মহাঘোর নবজ্বর বিনাশ হয়। পথ্য ইক্ষুরস, মুগের যুষ, শীতল জল, চিনি ও দধি সংযুক্ত ভাত ॥৩৪॥

উন্মত্ত রস।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, ধুতুরা ফলের রসে এক দিন খল করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহার নাসে সন্নিপাত জ্বর দূর হয়॥৩৫॥

মৃত সঞ্জীবনী রস।

বিষ এক ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ, জয়পাল তিন ভাগ তামা চার ভাগ, শুঁঠের ক্বাথে খল করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, চিতা বা আদার রস অনুপানে সেবনে নিশ্চয় জ্বর নাশ হয়। রোগীর গাত্রে কর্পূর ও চন্দন লেপন; কাঁসার পাত্রে জল সেচন করিয়া পথ্য শালিধান্যের চালের অন্ন, ঘোল ও ইক্ষু রস। মহাঘোর সন্নিপাত, ত্রিদোষ, বিষমজ্বর, আমবাত; বাতশূল, গুল্ম, প্লীহা, জলোদর, শীত, দাহ, বিষম ও সতত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বাত এই সমুদায় রোগ নাশ হয়। রসায়ন ॥ ৩৬ ॥

স্বল্প বড়বানল রস।

তামা এক ভাগ, মরিচ এক ভাগ, বিষ দুই ভাগ, বিষলাঙ্গলিয়ার রসে এক পুট দিয়া দুই বা তিন রতি পরিমিত বটী করিয়া শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চর্ণ দিয়া সেবনে ত্রিদোষের উপশম হয় ॥৩৭॥

বৃহৎ বড়বানল রস।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ, বিষ, কাটবিষ, জঙ্গম বিষ প্রত্যেকে দুই তোলা, জয়পাল দেড় শত, মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহ পিত্তের ভাবনা দিয়া শীতল জলে এক রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। নারিকেল জল অনুপানে সেবনে মৃত্যু মুখগামী সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়॥৩৮॥

সূচিকাভরণ রস।

পারা, গন্ধক, সীসা, স্থাবর ও জঙ্গম বিষ, মৎস্য, বরাহ, ময়ূর ও ছাগ পিত্তের ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিবে। সূচি-কাগ্রে প্রদান করিলে সন্নিপাত নাশ হয়। শ্রীভৈরবনাথের কথিত॥৩৯॥

পঞ্চানন রস।

বিষ চার ভাগ, মরিচ চার ভাগ, হিঙ্গুল এক ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, তামা বার ভাগ আকন্দের আটায় খল করিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। সেবনে জ্বর নাশ হয়॥৪০॥

ত্রিদোষ পীহার রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া আট দিন ভাবনা দিবে, পরে পারদের আট ভাগের এক ভাগ বিষ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে পিত্ত প্রবল জ্বর নাশ হয়॥৪১॥

রসরাজেন্দ্র।

পারা, তামা, লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল,

বিষ প্রত্যেকে আট তোলা, কারমাচী ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মৎস্য, বরাহ, ছাগ, ময়ূর ও মহিষ পিত্তে পরে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের ক্বাথে ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। তুলসী পাতার রস সহ সেবনীয়। মস্তকে জল ও অত্যন্ত দাহ হইলে চিনির সরবত দিবে। পথ্য দিবসে এক বার দধি ভাত। যেমন ঈশ্বর কন্দর্পকে, কেশব দানবকে এবং অগ্নি শীত নাশ করেন তদ্রূপ এই রস সেবনে জ্বর নাশ হয় ॥৪২॥

মৃত সঞ্জীবনী রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগে কজ্জলী করিয়া অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতা, হাতিশুঁড়া, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে এক ভাগ আদার রস, সিদ্ধিপাতার রস ও নিসিন্দা পাতার রসে তিন তিন দিন ভাবনা দিয়া কাঁচকুপী মধ্যে রুদ্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে দুই প্রহর পাক করত দুই প্রহর আদার রসে মর্দ্দন করিবে। সন্নিপাত রোগে মৃতবৎ হইলেও আরোগ্য হয়। ভাগবান্ শঙ্করের কথিত॥৪৩॥

গন্ধক কজ্জলী।

কণ্টকারী, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জার সহ গন্ধক আগুনের সামান্য আঁচে গলাইয়া উহার সমান পারা দিয়া মিশ্রিত হইলে নামাইয়া কজ্জলী করিবে। এক রতি পরিমিত জীরা এক মাষা, লবণ এক মাষা ও পানের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে ত্রিদোষ জনিত মহাঘোর জ্বর নাশ হয়। বমনে চিনি, আমে গুড়, ক্ষয়ে ছাগ দুগ্ধ,

রক্তাতিসারে কুরচীমূলের ছালের রস, রক্ত বমনে যজ্ঞডুমুরের রস অনুপানে সেবন করিলে ভাল হয়। সর্ব্ব ব্যাধি নাশক আয়ু বৃদ্ধি কর ॥৪৪॥

শম্ভু প্রোক্ত পিত্ত সংযুক্ত ঔষধ সমুদায় বলবান্ রোগীকে সেবন করাইয়া জল সেক ও স্নান করাইলে আরোগ্য হয়। ঐ সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

বেতাল রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, হরিতাল, সমানাংশে মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। মাত্রা এক রতি। ইহা সাধ্যাসাধ্য জ্বর ও সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়। দাঁতে দাঁত পড়িয়া গেলে, নেত্র উল্টাইয়া গেলে, ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইলে অজ্ঞানাবস্থায় এই বেতাল রস গাত্রে মাখাইলে বা ইহার দ্বারা স্নান করাইয়া দিলে যমে টানিলেও রক্ষা পায় ॥৪৫॥

কস্তূরী ভৈরব।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, জৈত্রী, জাতীফল, পিপুল, মরিচ ও কস্তূরী সমভাগ। মাত্রা দুই রতি। সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর নাশক।

চন্দ্রশেখর।—পারা, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ কর্পূর চতুর্গুণ মৎস্য পিত্তের ভাবনা দিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিবে। দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। আদার রস বা শীতল জল অনুপানে তিন দিন সেবনে কফপিত্ত জনিত অত্যুষ্ণ জর নাশ হয়। পথ্য ঘোল ভাত ও বেগুন।

বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব।

বঙ্গ, খর্পর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্ত

লৌহ আট তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দূর, লবঙ্গ, জাতীফল, প্রত্যেকে চার তোলা দ্রোণপুষ্পের রসে ও গোরক্ষ চাউলার রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া কর্পূর ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেকে চার তোলা মিশ্রিত করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনে বাত শ্লেষ্মা, দ্বিদোষজ ও সন্নিপাত বিনাশ হয়। নষ্ট গর্ভ, নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, বিষম জ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, শোথ এই সমুদায় রোগ সূর্য্য যেমন তিমির নাশ করে সেই মত নাশ হয় ॥৪৬॥

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব।

কস্তুরী, কর্পূর, তামা, ধাইফুল, শূকশিম্বা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুত, শুঁঠ, বালা, অভ্র, আমলকী, আকন্দ রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিয়া আদার রস অনুপানে সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয়। দ্বন্দ্বজ, ভৌতিক, কাসাদি, অতিসার জ্বর হারক ॥৪৭॥

সৌভাগ্য বটী।

সোহাগা, বিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, অভ্র, গন্ধক, পারা সমভাগ নিসিন্দা, শিউলি পাতা, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, অপামার্গ পাতা ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিয়া সেবনে ত্রিদোষ জনিত জ্বর, ঘোর নিদ্রা, মোহ, শূল, শ্বাস, বলাস, কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, তৃষ্ণা; জ্বর ইত্যাদি বিনাশ হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনে ॥৪৮॥

সন্নিপাত হর।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, গজপিপ্পলী, ত্রিকটু

সমভাগ ধুস্তুর রসে পিষিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিয়া আকন্দের ক্বাথ ও ত্রিকটু চূর্ণ অনুপানে সেবনে সন্নিপাত জ্বর বিনাশ হয় ॥৪৯॥

সন্নিপাত বড়বানল রস।

পারদ আট ভাগ, বিষ সাত ভাগ, গন্ধক ছয় ভাগ, হরিতাল ছয় ভাগ, দন্তীবীজ ছয় ভাগ, সোহাগা পাঁচ ভাগ, ধুস্তুর বীজ চার ভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ চিতার মূলের ক্বাথে খল করিয়া এক রতি পরিমিত বটী আদার রস অনুপানে সেবনে সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়।

সিংহনাদ রস।

গন্ধক লৌহ পাত্রে অগ্নির অল্প আঁচে গালাইয়া উহাতে পারদ, অভ্র ইহার সমান নিসিন্দার রস দিয়া জল মরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে, পরে চার ভাগ বিষ মিশ্রিত করিয়া এক রতি পরিমাণে বটী করিয়া বৃহতীর ক্বাথ ও কুড় চূর্ণ অনুপানে সেবনে সন্নিপাত জ্বর নাশ হয় ॥৫০॥

সন্নিপাত সূর্য্য।

পারদের দ্বিগুণ গন্ধক এবং চার ভাগের এক ভাগ তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া অর্দ্ধাংশ বিষ মিশ্রিত এবং মৎস্য পিত্তে ভাবনা দিবে। চার রতি পরিমাণে বটী করিয়া চিতার ক্বাথ ও ত্রিকটু চূর্ণ অনুপানে সেবন করাইয়া রোগীকে তৈল মাখাইয়া শীতল জলে স্নান করাইবে। শীত, কম্প এবং মলমূত্র নির্গমন পর্য্যন্ত জলেই রাখিবে। পরে এক এক দিনের পর স্নান করাইবে। ক্ষুধা হইলে মরিচ, চিনি, দধি, অম্ল, আদা, মৎস্য, শাক ইত্যাদি অল্প পরিমাণে পথ্য দিবে ॥৫১॥

অভিন্যাস জ্বরে।

স্বচ্ছন্দ নায়ক।

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ইহাদের চুর্ণে সূর্য্যাবর্ত্ত, নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, অগ্নিবল্লী, আদা, চিতা, জয়ন্তী, ভাণ্ড ও কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিবস এবং পঞ্চপিত্তে তিন দিন ভাবনা দিয়া অন্ধ মূষায় বদ্ধ করিয়া এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করত চূর্ণ করিয়া লইবে। আদার রস, নিসিন্দা, দশমূলীর ক্বাথ ও মরিচ চূর্ণ অনুপানে এক মাষা সেবনে অভিন্যাস জ্বর নাশ হয়। পথ্য – ছাগদুগ্ধ, মুদ্গাযূষ ॥৫২॥

পঞ্চপিত্ত।

ময়ূর, মৎস্য, বরাহ, ছাগ ও মহিষ পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে। এতদ্দ্বারা ভাবনা দিবেন।

সন্নিপাতাত্মক রস।

পারা, গন্ধক, পিপুল, খর্পর প্রত্যেকে এক ভাগ এবং পারদের দ্বিগুণ তাম্র ও অম্লবেতস মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাত বার ভাবনা দিবেন। মাত্রা চার রতি অনুপান আদার রস। সন্নিপাত নিবারক ॥৫৩॥

জীর্ণ ও বিষম জ্বরে।

বিষম জ্বরের লক্ষণ।

জ্বর আসিবার সময়ে শীত, উষ্ণ বোধ এবং বেগের সমতা না থাকিলে বিষম জ্বর কহে।

জীর্ণ জ্বরের লক্ষণ।

তিন সপ্তাহ অতীত হইলেও যদি জ্বর থাকে, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে জীর্ণ জ্বর বলে।

জ্বরাঙ্কুশ রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ, বিষ এক ভাগ, মরিচ, বটফল, দন্তী বীজ প্রত্যেকে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমিত বটী সেবনে ত্রিদোষ জনিত জীর্ণ জ্বর নাশ হয়।

জ্বরারি অভ্র।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, বিষ প্রত্যেকে এক ভাগ ধুস্তুর বীজ দুই ভাগ, ত্রিকটু পাঁচ ভাগ, আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিয়া অনুপান বিশেষে সর্ব্ব বিধ জ্বর নাশ হয়। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নিপাত, বিষম ও ধাতুস্থ বিষম জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি, বজ্রাঘাতে বৃক্ষ নাশের ন্যায় নিশ্চয় ভাল হয়॥৫৪॥

জ্বরাশনি রস।

পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ, তাম্র প্রত্যেকে এক ভাগ লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ, লৌহ খলে, লৌহ দণ্ডে নিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া মরিচ চূর্ণ এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। এক রতি পরিমাণ বটী করিয়া পানের রসের সহিত সেবনে সর্ব্ববিধ ও সুদারুণ জ্বর, কাস, শ্বাস, বমি ও মাহাঘোর বিষম, ধাতুস্থ ও দাহ জ্বর ভাল হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, বিষ, জয়পাল প্রত্যেকে এক ভাগ, মরিচ চারি ভাগ ত্রিফলার রসে মর্দ্দন ও পাঁচ বার ভাবনা দিয়া জম্বীর নেবুর রসে এক নাসিকা পুটে নস্য দিলে ইহা অর্দ্ধ শরীর গত ঘোর জ্বর নাশ হয়। শ্রীশম্ভুনাথের কথিত॥৫৫॥

চন্দনাদি লৌহ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুণ্ঠী, নীলোৎপল, কুড়, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতা, মুতা প্রত্যেকে এক ভাগ, লৌহ বার ভাগ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ বিষম জ্বর নাশ হয় ॥৫৬॥

জ্বরারি রস।

পারদ এক তোলা, গন্ধক দুই তোলা, বিষ, ত্রিকটু, সীসা, মনঃশিলা প্রত্যেকে দুই তোলা, হরিতাল এক তোলা, তামা এক তোলা, ধুস্তুরবীজ দুই তোলা চূর্ণ করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে ও আকন্দ দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করত প্রাতঃকালে আদার রস দুই তোলা, মধু এক মাষা সহ সেবনে বাত, পিত্ত ও কফ জ্বর, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, ভয়োৎপন্ন, শোকোৎপন্ন, অভিচার ও অভিশাপ জনিত, ভূতোত্থ, সন্তত, জীর্ণ, মেদজাত ও রসস্থ জ্বর এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ চূর্ণ ও মধু সহ সন্নিপাত জ্বর নাশ হয়। ঘর্ম্ম, দাহ, প্রলাপ, শীত, পিত্ত, কম্প ইত্যাদির উপশম হয়। দুগ্ধ, মাংস, দধি, তক্র, সুরা ও ঘৃত খাওয়া নিষেধ ॥৫৭॥

সর্ব্ব জ্বরহর লৌহ।

চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বীরণমূল, দেবদারু, চিতা, আকনাদি, কটকী, কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, কুটজ সমভাগ সমুদয়ের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নি-

পাত্তিক, দ্বন্দ্বজ, বিষম ও ধাতুস্থ জ্বর, শীত, কম্প, তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম, শ্রান্তি, বমি, ভ্রম, রক্তপিত্ত, অতিসার, মন্দাগ্নি, কাস, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদরী, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, অজীর্ণ, গ্রহণী, যক্ষ্মা, শোথ ইত্যাদি সকল প্রকার রোগ নাশ হয়। বৃষ্য, পুষ্টিকর। চন্দ্রনাথের কথিত রস ॥৫৮॥

বৃহৎ সর্ব্ব জ্বর হর লৌহ।

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্তলৌহ আট তোলা। করলা, দশমূল, ক্ষেতপাপড়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুড়ূচী, পটল, কাকমাচী, নিসিন্দা, পুনর্নবা, আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটী করিবে। গুড় ও পিপুল চূর্ণ সহ সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্ট বিধ জ্বর, জীর্ণ ও নানা দোষ যুক্ত সততাদি জ্বর, ক্ষয়োত্থ-ধাতুস্থ-কাম-শোক ভয় ভূতাবেশ - বিপর্য্যয়-শীত দাহ পূর্ব্ব ত্রিদোষ-বিষম-প্রলেপক ও প্লীহাজ্বর এবং পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি নানা ব্যাধি নাশ হয়। পথ্য শালি অন্নের ভাত, বিট্‌লবণ সংযুক্ত ঘোল। বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত মৈথুন নিষেধ ॥৫৯॥

মহারাজ বটী।

পারা, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেকে দুই তোলা, বৃদ্ধদারক, বঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে এক তোলা। স্বর্ণ, কর্পূর, তাম্র প্রত্যেকে আট তোলা। গাঁজা, শতমূলী, শ্বেতধূপ, লবঙ্গ, তালমূ-, ধনা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূকশিম্বা, জাতিফল, জৈত্রী

বেড়েলা, গোবক্ষচাউলা প্রত্যেকে দুই মাষা তালমূলীর রসে পেষণ করিবে। চার রতি মাত্রা বটী প্রস্তুত করিবে। মধু সহ প্রাতে সেবনে বিষম জ্বর নাশ হয়। অপর সর্ব্ববিধ ধাতুস্থ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের শান্তি হয়। বল ও পুষ্টিকর। এই ঔষধ সেবন করিয়া নিত্যস্ত্রী সংসর্গ করিলে শুক্র ও বলের হ্রাস হয় না। রাজ সেবন যোগ্য বটী ॥৬০॥

চিন্তামণি রস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, গন্ধক, পারা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মনঃশিলা, কস্তুরী সমভাগ জলে দুই রতি পরিমিত বটী করিবেন। ইহাতে অষ্ট বিধ জ্বর নাশ হয়।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি রস।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, প্রত্যেকে দুই ভাগ। লৌহ, প্রবাল প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ, মুক্তা তিন ভাগ, রসসিন্দূর সাত ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবেন। ছাগ দুগ্ধ অনুপান সেবনে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণ জ্বর, উন্মাদ আ সর্ব্বরোগ নাশক। বায়ুর শান্তি কারক॥৬১॥

জীর্ণ ও বিষম জ্বরে।

বৃহচ্চিন্তামণি।

পারা, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল, প্রত্যেকে এক তোলা। কস্তুরী ছয় মাষা। ভৃঙ্গরাজ রস,

তুলসী পাতার রস ও আদার রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবেন। আদার রস অনুপানে সেবনে সন্নিপাত, ঐকাহিক, দ্বন্দ্বজ, বিষম প্রভৃতি বিবিধ জ্বর, কফ রোগ, বিদ্রধি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য শিরঃশূল ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয় ॥৬২॥

পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও গন্ধক সমভাগ কজ্জলী করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে। এই পর্পটী ও পারদের চার ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ, মুক্তা, শঙ্খ ও ঝিনুক ভস্ম এবং লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে পারদের দ্বিগুণ। বঙ্গ, প্রবাল প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধাংশ ঝিনুকে পুট পাক করত দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। জীরা, হিঙ্ ও সৈন্ধব লবণ অনুপানে সেবনে বাতপিত্ত ও কফ জনিত অষ্ট বিধ জ্বর, সাধ্যাসাধ্য, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, সন্তত, সতত, ত্র্যহিক ও চাতুর্থিক জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, প্রমেহ, অরুচি, গ্রহণী, আমদোষ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার ইত্যাদি বিনাশ হয় ॥৬৩॥

বৃহদ্বিষম জ্বরান্তক রস।

পারা, গন্ধক, সমভাগ কজ্জলী করিয়া রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল ভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ চূর্ণ নিসিন্দা, পান, কাকমাচী, ক্ষেতপাপড়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, করলা, দশমূলী, পুনর্ন্নবা, গুড়ুচী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ প্রত্যেকের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণে বটী

করিবেক। পিপুল ও গুড় অনুপানে লেহন করিলে অষ্ট বিধ জ্বর নিবারক, আম-সপ্তধাতুগত-নানাদোষোদ্ভব সতত-সাধ্যাসাধ্য-অভিঘাত-অভিচার ও জীর্ণ জ্বর নাশ হয় ॥৬৪॥

শীতভঞ্জী রস।

হরিতাল, হিঙ্গুলোত্থিত পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, ক্রমশঃ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া তাম্র পাত্রে লেপন করিয়া হাঁড়ির মধ্যে বসাইবে। অধোমুখে তাম্র পাত্র বসাইবে। উপরি ভাগ বালুপূর্ণ করিয়া পাক করত শীতল হইলে তাম্রপাত্রের অধস্থ তাম্র চূর্ণ করিয়া এক মাষা চূর্ণ পান ও মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে বিষম, শীত ও দাহাদি সমস্ত জ্বর নষ্ট হয়। পথ্য শালিধান্যের অন্ন, দুগ্ধ ॥৬৫॥

চিন্তামণি।

হরিতাল, তামা, তুঁতে সমভাগ পিষিয়া চাকা করত শরা মধ্যে রাখিয়া রাত্রে গজপুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে এক মাষা ঔষধ শর্করা সহ সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর ভাল হয়।

জ্বরাঙ্কুশ।

তামা এক ভাগ, হরিতাল দুই ভাগ, করঞ্জার রসে পিষিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে সিজদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া পুনঃ পুটপাক করত পাঁচ রতি পরিমাণে বটী করিবে। আদার রস সহ সেবনে ঐকাহিক, দ্ব্যহিক ত্র্যহিক, চাতুরাহিক, বিষম, শীত আদি সর্ব্ববিধ জ্বর ভাল হয়।

মেঘনাদ রস।

অভ্র, কাংস, তাম্র সমভাগ, গন্ধক সকলের সমান নটে-

শাকের রসে মর্দ্দন করতঃ পুটপাক করিবে। দুই রতি পরিমাণ চূর্ণ পানের রসে সেবনে বিষম জ্বর নাশ হয়। পথ্য দুগ্ধ ভাত ॥৬৬॥

শীতজ্বর হর।

পারা, মাক্ষিক, ভেলা, গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, হরিতাল আট ভাগ, আকন্দ দুগ্ধ ষোল ভাগ, সিজের দুগ্ধ আট ভাগ একত্র করিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। ইহাতে শীত জ্বর নাশ হয় ॥৬৭॥

শীতভঞ্জী রস।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা ও বাসক সমভাগ করলার রসে এক দিন মর্দ্দন করত তাম্র পাত্রের মধ্যে অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ পুরু লেপ দিয়া উপরে ধান্য রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করত উপরের ধান্য ফুটিলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। মরিচ চূর্ণ ও পানের রস অনুপানে এক মাষা সেবনে শীত জ্বর নাশ হয় ॥৬৮॥

পঞ্চানন রস।

পারা, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা, বাসক, গন্ধক সমভাগ করলার রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করত গোলা করিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তাম্র পাত্র ঢাকা দিয়া বালুকা পূর্ণ করতঃ পাক করিয়া তুলসী পাতার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। তুলসী পাতার রস ও মরিচ সহ সেবনে বিসম-ত্রিদোষ-দাহযুক্ত সকল প্রকার জ্বর ভাল হয়। পথ্য চিনি সহ দুগ্ধ ভাত, মুগের যূষ। ধাতুগত জ্বরে অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু ॥৬৯॥

বিষমজ্বর নাশক।

ঘৃতকুমারীর মূল দুই তোলা, উষ্ণ জল সহ সেবনে বমন হইয়া পুরাতন ও বিষম জ্বর নষ্ট হয়॥৭০॥

বিশ্বেশ্বর রস।

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারা সমভাগ। অশ্বত্থ, কুলের মূল, বৃহতী, কাকমাচী প্রত্যেকের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া দুই বা তিন রতি পরিমিত গোক্ষুর সহ সেবনে রাত্রি জ্বর বিনাশ হয়॥৭১॥

ত্র্যাহিকারি রস।

পারা, গন্ধক, শঙ্খ, তুঁতে প্রত্যেকে এক ভাগ, দার্ব্বী শাক, জয়ন্তী, নটেশাক প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া চার রতি প্রমাণ বটী করিবে। জীরা ও ঘৃত সহ সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর নাশ হয়॥৭২॥

চাতুর্থকারী।

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খ গন্ধক সমভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শরাব সংপুটে গজপুটে পাক করিয়া পুনঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা তিন রতি তক্র পান করিয়া ঘৃত ও মরিচ চর্ণ সহ সেবনে শীত বিশেষ চাতুর্থক জ্বর আশু নষ্ট হয়।

চিন্তামণি রস।

পারা, গন্ধক, তামা, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু, দন্তী বীজ সমভাগ দ্রোণপুষ্প রসে ভাবনা দিয়া দুই বা তিন রতি পরিমিত বটী করিবে। সেবনে অষ্ট প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, শূল ইত্যাদি ভাল হয়। অনুপান আদার রস॥৭৩॥

বৃহজ্জ্বর চিন্তামণি।

পারা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাংস্য, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগা, কর্পূর প্রত্যেকে এক তোলা, ব্রহ্মযষ্টি, নিসিন্দা, পান, বাসক, জয়ন্তী, করলা, পটোল, ভাঙ্গ, পুনর্নবা, আদা প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহাতে বাতিক-পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক-সান্নিপাতিক-দ্বন্দ্বজ-বিষম-ধাতুস্থ আদি সর্ব্ববিধ জ্বর, কাস-শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, হলীমক, প্লীহা, অগ্রমাস ও যকৃৎ রোগ বিনাশ হয় ॥৭৪॥

মহাজ্বরাঙ্কুশ।

পারা, গন্ধক, তামা, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গৈরিক, সোহাগা, দন্তীবীজ প্রত্যেকে এক তোলা, জম্বীরনেবু, ভাঙ্গ, চিতা, তুলসী, তেঁতুল ইহাদের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণ বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহাতে ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, সান্নিপাতিক, চাতুর্থক, চিরকাল জাত উগ্র সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয়। মন্দাগ্নি দীপন।

তন্ত্রান্তরোক্তমহাজ্বরাঙ্কুশ।

পারা, হিঙ্গুল, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, বঙ্গ, গন্ধক, খর্পর, মনঃশিলা, হরিতাল, রামখড়ি, গৈরিক, সোহাগা, দন্তীবীজ সমভাগ পূর্ব্ববৎ ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ফলও পূর্ব্ববৎ ॥৭৫॥

সর্ব্বতোভদ্র রস।

অভ্র চার তোলা, গন্ধক এক তোলা, পারা অর্দ্ধ তোলা,

কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপাত, লবঙ্গ, জৈত্রী জায়ফল, ছোট এলাচ, গজপিপ্পলী, কুড়, তালিশ পত্র, ধাই ফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপ্পলী, আমলকী প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা দুই রতি পরিমাণে বটী করিবে। পান, মধু ও চিনি দিয়া সেবনে মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভব ও বাতশ্লেষ্মোদ্ভব রোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংগ্রহ সংগ্রহণী, বমি, অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত, রক্তপিত্ত, চিরপিত্তোদ্ভব, ধাতুস্থ ও বিষম জ্বর, পঞ্চবিধ কাস, কামলা, পাণ্ডু ইত্যাদি রোগ ভাল হয়। শিবের কথিত ॥৭৬॥

বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ।

পারা, গন্ধক, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেকে এক তোলা স্বর্ণ ভস্ম চতুর্থাংশ, রৌপ্য ও লৌহ অর্দ্ধাংশ, অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুতে, অপামার্গ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপ্পলী মূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুড়ুচী, কণ্টকারী, রশুন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা, বালা প্রত্যেকে এক তোলা, মরিচচূর্ণ দুই তোলা, আদার রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ মাষা পরিমিত বটী করিবে। প্রাতে মধুর সহিত সেবনে শুক্রগত-পুরাতন-সাধ্যাসাধ্য-নানাবিধ-অন্তর্ধাতুগত-ভূতোত্থ-শ্রমজ-সন্নিপাতজ-জ্বর ভাল হয়। বল ও পুষ্টিকর। মন্দাগ্নি নাশক। বীর্যস্তম্ভকর - সদা স্ত্রীসংগেও শুক্র ক্ষয় হয় না। কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, গ্রহণী আদি রোগ অনুপান বিশেষে আরোগ্য হয় ॥৭৭॥

চূড়ামণি রস।

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, সমভাগ জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে ধাতুস্থ, সন্নিপাত, বিষম, কাম ও শোকোদ্ভব, ত্রিদোষজ জ্বর, কাস, শ্বাস, বিবিধ শূল, শিরোরোগ, কর্ণশূল, দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্তসমুদ্ভব গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অর্শ, কামলা, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদি রোগ ভাল হয়। শিবের কীর্ত্তিত ॥৭৮॥

ভানু চূড়ামণি।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাতা, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। প্রাতে সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয় ॥৭৯॥

বৃহচ্চূড়ামণি রস।

কস্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দূর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুতা, স্বর্ণমা-মাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জায়ফল, জৈত্রী, মরিচ, কর্পূর, তুঁতিয়া প্রত্যেকে এক ভাগ, অশ্বগন্ধা দুই ভাগ, নিসিন্দা, ব্রহ্মযষ্টি বাসক, আকন্দ, গোক্ষুর প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী করিবেন। ইহাতে দ্বিদোষোদ্ভব, ত্রিদোষজ, সন্তত, সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক,

বিষম ও ভূত ইত্যাদি জ্বর বিনাশ হয়. শিবের ভাষিত ॥৮০॥

বৃহৎ জ্বর চূড়ামণি।

স্বর্ণ সিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কস্তুরী, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী প্রত্যেকে দুই তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক রাজপট্ট, তুঁতিয়া প্রত্যেকে চার তোলা একত্র করিয়া নিসিন্দা, পলাশ, রাসক, আকন্দমূল, গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। ইহাতে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর নাশ হয় ॥৮১॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে জ্বর চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারে।

মৃতসঞ্জীবনী।

পিপ্পলী এক ভাগ, বৎসনাভ বিষ এক ভাগ, হিঙ্গুল দুই ভাগ, জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূলা বীজের সমান বটিকা প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অনুপানে সেবনে জ্বরাতিসার নাশ হয়। বিসূচিকা ও সন্নিপাত জ্বরেও হিত॥৮২॥

আনন্দ ভৈরব রস।

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, গন্ধক, জম্বীর নেবুর রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। এক রতি মাত্রায় সেবনে জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস, অতিসার, গ্রহণী, সন্নিপাত, অপস্মার, বাত, মেহ ও অজীর্ণ নিবারক।

অমৃতার্ণব।

হিঙ্গুলোথ পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা, আতইচ প্রত্যেকে এক তোলা, ছাগ দুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া এক মাষা ধনে, জীরা, সিদ্ধি বা শণ বীজের ক্বাথে সেবনে জ্বরাতিসার নাশ হয়। গহনানন্দের ভাষিত। মধু, ছাগদুগ্ধ, শীতল জল, কদলীর রস, মোচরস ও কাঁচড়াদাম রসে সেবনে সুকঠিন দ্বন্দ্বজ অতিসার, শূল, গ্রহণী, অর্শ, অম্লপিত্ত, কাস ও গুল্ম নাশ নাশ হয়। আগ্নেয় ॥৮৩॥

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস।

গন্ধক চার ভাগ, পারদ চার ভাগ, সাজীমাটী, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ভাঙ্গের বীজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানী, হিঙ্গু, শলুফা প্রত্যেকে এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক মাষা। গরম জল ও পানের রস সহ সেবনীয়। ইহাতে জ্বরাতিসার, ত্রিদোষজ জ্বর, গ্রহণী, বাত, শূল ও পরিণাম শূল ভাল হয়॥৮৪॥

অভ্র বটী।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, অভ্র প্রত্যেকে দুই তোলা, কেশুতে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, শ্বেত অপরাজিতা, গীমা, জয়ন্তী, মণ্ডূকপর্ণী, ভাঙ্গ, পান প্রত্যেকের স্বরস দুই তোলা, সোহাগা এক তোলা দিয়া মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটী করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনায় অনুপান দিয়া সেবনে জ্বরাতিসার, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, বাতশ্লেষ্ম রোগ, জ্বর ও অতিসার নাশ হয়। বল, বর্ণ,

ও অগ্নি বর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ বাজিকরণ, ভোজন; শয়ন ও পানের কোন নিয়ম নাই কিন্তু দধি খাওয়া আবশ্যক ॥ ৮৫ ॥

কনক সুন্দর রস।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, পিপ্পলী, বিষ, ধুস্তু-রবীজ সমভাগ ভাঙ্গের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণক পরিমাণ বটী করিবে ইহাতে তীব্র জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ হয় ॥৮৬॥

কনক প্রভা।

ধুস্তুর বীজ, মরিচ, হংসপাদী, পিপ্পলী, সোহাগ, বিষ, গন্ধক, ভাঙ্গের রসে খল করত এক কুঁচ পরিমিত বটী করিয়া সেবনে অতীসার, গ্রহণী, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য রোগ নাশ হয়। পথ্য দধি ভাত, উষ্ণ জল, তিত্তিরি, লাব প্রভৃতির মাংস ॥৮৭॥

কারুণ্য সাগর।

রসসিন্দুর এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, অভ্র চার ভাগ, এক দিন সরিষার তৈলে এক প্রহর, পরে ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া এক প্রহর পাক করিবে। তার পর ক্ষারত্রয়, পঞ্চলবণ, বিষ, চিতা, জীরা, ত্রিভুজ প্রত্যেকে এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক মাষা। ইহাতে সর্ব্বাতী-সার-সজ্বর-বিজ্বর-সশূল-শোণিতোদ্ভব-নিরাম- শোথযুক্ত অতিসার, গ্রহণী ও সান্নিপাতিক জ্বর অনুপান বিশেষে ভাল হয় ॥৮৮॥

বৃহৎ কনক সুন্দর।

পারা, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা, ধুস্তুর বীজ সমভাগ ব্রহ্মযষ্টির রসে অর্দ্ধ দিবস মর্দ্দন করিয়া পারদের সমান অভ্র

মিশ্রিত করিবে। দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সেবনে উগ্র পিত্তাতিসার ভাল হয় ॥৮৯॥

মৃত সঞ্জীবনী রস।

পারদ, গন্ধক সমভাগ, বিষ, চতুর্থাংশ, অভ্র সকলের সমান, ধুস্তুর রসে পিষিয়া, রাস্নার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করত ধাইফুল, আতিশ, মুতা, শুণ্ঠী, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকান্দী, হরীতকী, পিপ্পলী, কুটজ বল্কল, ইন্দ্রযব, কয়েদবেল, দাড়িম, বালা প্রত্যেকে দুই তোলা, চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া চতুর্থ ভাগাবশেষে ক্কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু মন্দ সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা চার রতি। ইহা জ্বরাতিসারঘ্ন। শুঁঠ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুটজ বল্কল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস সমভাগ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অনুপানে লেহনে অসাধ্য জ্বরাতিসার ভাল হয় ॥৯০॥

প্রাণেশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা, মৌরী, জীরা, যমানী, প্রত্যেকে চার তোলা, যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা, চিতা প্রত্যেকে দুই তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে। পাঁচ রতি মাত্রায় বটী করিবে জ্বরাতিসার নাশক।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

অতিসার চিকিৎসা।

অতিসার বারণ রস।

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুতা, ইন্দ্রযব সমভাগ অহিফেণ জলে ভাবনা দিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার অতিসার নাশ হয় ॥৯২॥

পূর্ণ চন্দ্রোদয় রস।

হরিতাল, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে আট তোলা, কর্পূর, পারা, গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা, জৈত্রী, মুরামাংসী, তেজপাতা, শটী, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপ্পলী মূল, লবঙ্গ প্রত্যেকে দুই তোলা একত্রে করিয়া বটী করিবে। প্রাতে গুরুদেব ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া সেবনে নানা প্রকার অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণাম শূল ভাল হয়। উত্তম বাজীকরণ ও রসায়ন ॥৯৩॥

কণাদি লৌহ।

পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, চন্দন, বলা সমভাগ, সকলের সমান লৌহ মিশাইবে ইহা সেবনে সকল প্রকার অতিসার, সর্ব্বোপদ্রবযুক্ত প্রবাহিকা ও গ্রহণী রোগ বিনাশ হয় ॥৯৪॥

বৃহৎগগণ সুন্দর।

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়ি ভস্ম, রৌপ্য, আতইচ, প্রত্যেকে দুই তোলা, ধনিয়া ও শুণ্ঠীর ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী করিবে। প্রাতে গুরু-দেব ও ব্রাহ্মণকে পুজা করিয়া গুড়ের সহিত বেল পোড়া ও

ছাগ দুগ্ধে জামের ছালে পিষিয়া এই অনুপানে অতীসার, জ্বর, গ্রহণী, অরুচি, আম, শূল, রক্ত, পিচ্ছাস্রব, ভ্রম, শোথ, রক্তাতীসার ও সংগ্রহ সংগ্রহণী রোগ ভাল হয়।

লোকনাথ রস।

রসসিন্দূর এক ভাগ, গন্ধক চার ভাগ, কড়ি মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখরুদ্ধ করতঃ মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে, মাত্রা চার রত্তি মধুর সহিত সেব্য। শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও বচ ইহাদের কষায় অনুপানে সেবনে সর্ব্ববিধ অতিসার নাশ হয়।

চিন্তামণি রস।

পারা, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলা, বিষ এক তোলা, তেঁতুল অর্দ্ধ তোলা খলে মর্দ্দন করিয়া পানে বেষ্টন করতঃ ছয় অঙ্গুল পরিমিত গর্ত্তে রাখিয়া গজপুট দিয়া শীতল হইলে পান ভস্ম সহ মর্দ্দন করিবে। পরে মরিচ চূর্ণ এক তোলা, তেঁতুল এক তোলা মিশ্রিত করিয়া এক রত্তি পরিমিত বটী করিবে। ইহা অনুপান বিশেষে সেবনে অতিসার, ত্রিদোষ জনিত সংগ্রহ সংগ্রহণী বিনাশ হয় ॥৯৫॥

অহিফেণ বটী।

অহিফেণ ও খর্জ্জুর সমভাগ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা এক রতি। ইহা সেবনে অতি বৃদ্ধ রক্তাতিসার নিবারণ হয় ॥৯৬॥

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাগন্ধক।

গন্ধক, পারদ প্রত্যেকে দুই তোলায় কজ্জলী করিয়া জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র, এলাচবীজ প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকে পূরিয়া পুট

পাক করিবে। মাত্রা ছয় রতি। পুটপাক না করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলে। বালকের মহৌষধ। দীপন, বল ও বর্ণ প্রসাধন জ্বর, গ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকা, রক্তার্শ আদি সর্ব্ব ব্যাধি বিনশক। আগ্নেয়। বালকের পিশাচ, দানব ইত্যাদি বিঘ্ন নাশক॥৯৭॥

গ্রহণী অধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে অতিসারাধিকার।

গ্রহণী রোগ চিকিৎসা।

জাতিফলাদি গ্রহণী কপাট।

জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, কস্তূরী প্রত্যেকে এক ভাগ, আফিম দুই ভাগ, গন্ধভাদালিয়া পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবেন। অনুপান বিশেষে গ্রহণী, আমরক্ত, শূল, পক্বাপক্ব গুদাময় রোগ নাশ হয়। গ্রহণী রোগে অনুপান মধু। পথ্য দধি ভাত॥৯৮॥

গ্রহণী কপাট রস।

সোহাগা, অশ্বগন্ধা, জায়ফল, বেলশুঁঠ, খদিরসার, জীরা, মূর্ব্বাদল, শূকশিম্বী বীজ, চোরপুষ্পী প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা খল করিয়া বেলপাতা, কার্পাস ফল, শাঁচি শাক, দুধে ঘাস, শালিঞ্চের মূল, কুটজ ও কেচড়া পাতা রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। অনুপান আট তোলা দধিমণ্ড। ইহাতে গ্রহণী, আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা রোগ নাশ হয়।

জাতিফলাদি বটিকা।

অভ্র, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে চার মাষা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগা, অতসী, জীরা, মরিচ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, বিষ এক মাষা এই সমস্ত রাখালশশা, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম, কেশরাজ, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটিমত বটী করিবে। ইহাতে আমদোষ, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত, পাণ্ডু, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি রোগ ভাল হয়। আগ্নেয় ॥১০০॥

পূর্ণ কলা বটী।

পারা এক তোলা, গন্ধক এক তোলা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু প্রত্যেকে তিন তোলা। থানকুনি, পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কেঁচড়া, দাড়িম, পাণিফল, নাগেশ্বর, জাম, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী, কেশরাজ প্রত্যেকে দুই তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিবে। ঘোল অনুপানে সেবনে গ্রহণী, শূল, দাহ, দাহ জ্বর, ভ্রম, ছর্দ্দি ও সংগ্রহ সংগ্রহণী রোগ নাশ হয় ॥১০১॥

বজ্র কপাট রস।

পারা, গন্ধক, আফিম, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা একত্র করিয়া ভাঙ্ ও ভৃঙ্গরাজের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া তিন রতি পরিমিত বটী করিবে। মধু অনুপানে সেবনে অসাধ্য গ্রহণী রোগ বিনাশ হয় ॥১০২॥

জাতীফল রস।

পারা, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তূর

বীজ, সোহাগা, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আমের আঁটির শাঁস, বেলশুঁঠ, ধুনা, বীজপূর, দাড়িম ছাল সমভাগ ভাঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিবে। কুরচীর মূলের ছালের ক্বাথ অনুপানে সেবনে আমাতীসার নাশ ও অগ্নিদীপ্ত হয়। মধু ও বেলশুঁঠ অনুপানে রক্ত সংগ্রহণী, শুঁঠ ও ধনের ক্বাথে অতিসার এবং জায়ফলের ক্বাথে গ্রহণী রোগ নাশ হয় ॥১০৩॥

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গু, শঠি, তালিশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, বুল, হরীতকী, ভেলা, তেজপাতা, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী, ভাঙ্গ সমভাগ ছাগ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিবে। সেবনে বিবিধ প্রকার গ্রহণী, জ্বর, অতিসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ, ক্রিমি ইত্যাদি নাশ হয়। বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন। লোক রক্ষণার্থ গহননাথের ভাষিত ॥১০৪॥

পীযুষ বল্লী রস।

পারা, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, মাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, লবঙ্গ, চন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চী, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, দাড়িম ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, কুড় প্রত্যেকে এক এক তোলা কেশুতের রসে ভাবনা দিয়া ছাগ দুগ্ধে পিষিয়া চণক

প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান বেল পোড়া ও গুড় সমভাগ সকল প্রকার অতিসার ও গ্রহণী রোগ বিনাশক। আম পাচক ও অগ্নিদীপক ॥১০৫॥

বৈদ্য নাথ বটী — ত্রিফলার ক্বাথ, চিতার রস ও কাঁজিতে শোধিত অর্দ্ধ তোলা পারা, ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক সিকি তোলা, নিসিন্দা, মৌয়া, আতইচ, বাবুইতুলসী, গীমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুতে, সিদ্ধি, তেজপাতা, প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা স্বরসে খল করিয়া সরিষা প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, উদরী. বাতশ্লেষ্মবিকার, শ্লেষ্ম রোগ ইত্যাদি আরোগ্য হয়। পথ্য অন্ন তক্র যত ইচ্ছা। লোকহিতার্থে শ্রীমদ্ বৈদ্যনাথের কথিত, স্বপ্নাদি ঔষধ।

গ্রহণী শার্দুল রস।

পারা, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলায় কজ্জলী করিয়া স্বর্ণ ষোল ভাগ, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, ছোট এলাচ প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করতঃ ঝিনুকে ভরিয়া পুট দিবে। পাঁচ রতি মাত্রায় সেবনে সূতিকা, গ্রহণী, অর্শ, কাস, শ্বাস, অতিসার, গ্রহণী, আমশূল ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। দীপন, বল, বীর্য্য ও পুষ্টিকারক। রুদ্রবেদ সংসার লোকের রক্ষার্থ বলিয়াছেন ॥১০৬॥

রস পর্পটী।

অম্লপিত্তোক্ত ক্ষুধাবতী গুড়িকার বিধানানুসারে বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিবে। তার পর বদরী কাষ্ঠের জলন্ত আগুনে লোহপাত্র রাখিয়া তদুপরি ঐ কজ্জলী

দিয়া গলিয়া গেলে গোবরের উপরিস্থিত কলাপাতে ঢালিয়া পর্পটাকার করিবে। দুই রতি হইতে সেবনারম্ভ করিয়া প্রতি দিবস এক এক রতি বৃদ্ধি করত দ্বাদশ রতি হইলে ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে। বেলা চার দণ্ডের সময় ঔষধ সেবন করিয়া অধিক পরিমাণে সুপারি খাইবে। তৃতীয় দিবস হইতে মাংস, ঘৃত ও দুগ্ধ খাইবে। দাহ জনক দ্রব্য, মৈথুন, কলা, মূলা, তৈল, সরিষা, কাল মৎস্য, দিবানিদ্রা ইত্যাদি নিষেধ। ইহাতে গ্রহণী, ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, অজীর্ণ ইত্যাদি বিনাশ হয়। চক্রপাণিদত্তের নিবন্ধ ॥১০৭॥

বিজয় পর্পটী।

রসপর্পটীর সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত করিলে বিজয় পর্পটী বলে। সর্ব্বরোগ বিনাশক ॥১০৮॥

স্বর্ণ পর্পটী।

পারদ আট তোলা, স্বর্ণ এক তোলা, গন্ধক আট তোলা মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত খল করিবে, পরে পর্পটীর বিধানানুসারে পাক করিবে। মাত্রা পর্পটীবৎ এক রতি হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া অনুপান বিশেষে জ্বর, গ্রহণী আদি বিবিধ রোগ নাশ হয়। বৃন্দ ॥১০৯॥

পঞ্চামৃত পর্পটী।

গন্ধক, আট মাষা, পারা চার মাষা, লৌহ দুই মাষা, অভ্র এক মাষা, তাম্র দুই মাষা লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া কুলকাটের আগুনে গলাইয়া পর্পটীবৎ গোবরের উপর কলাপাতে ঢালিবে। মাত্রা দুই রতি হইতে বৃদ্ধি করিয়া আট রতি পর্য্যন্ত সেবনীয়, অনুপান ঘৃত ও মধু। ইহাতে নানা

বর্ণের গ্রহণী, অরুচি, অর্শ, ছর্দ্দি, অতিসার, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বলিপলিত, নেত্র রোগ ইত্যাদি ভাল হয়। বৃষ্য ও আগ্নেয় ॥ ১১০॥

অগ্নিকুমার রস।

পারা, গন্ধক, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ সমভাগ সমুদয়ের সমান ভাঙ্গ একত্রে খল করিয়া চিতা, ভাঙ্গ ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া এক প্রহর বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে পরে আদার রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত মধু অনুপানে সেবনীয়। আম সহিত গ্রহণী দোষ নাশক। অগ্নি দীপ্তকারক ॥১১১॥

বড়বামুখ রস।

পারা, গন্ধক, তামা, অভ্র, সোহাগা, কর্কচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, অপামার্গ, পলাশ ও বরুণ ক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া হাতিশুঁড়া ও চিতার রসে পুনঃ মর্দ্দন করিয়া লঘু পুট প্রদান করিবে, মাত্রা এক মাষা। ইহাতে বিবিধ প্রকার গ্রহণী ও জ্বর নাশ হয় ॥ ১১২ ॥

গ্রহণী কপাট রস।

পারা, গন্ধক, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, সূর্য্যাবর্ত্ত, বেল, পানফল প্রত্যেকের পাতার রসে ভাবনা দিয়া সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে, বিল্বপত্রের রস অনুপানে সেবনে গ্রহণী, পাণ্ডু, অতিসার, শোথ, জ্বর ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয়। পথ্য দধি ভাত।

বৃহৎ গ্রহণী কপাট।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারা, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, কড়ি, বিষ

প্রত্যেকে সমভাগ, সকলের সমান শঙ্খ চূর্ণ আতইচের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহর মৃদু পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ধুতুরা ও তালমূলীর রসে লৌহ পাত্রে ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে। মরিচ ও মধু অনুপানে বাত, মধু ও পিপুলে পিত্ত, সিদ্ধি পাতার ক্বাথ বা রসে কফ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও মধু অনুপানে গ্রহণী, ক্ষয়, জ্বর, ছয় প্রকার অর্শ, অতিসার, অরুচি, পীনস, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ভাল হয়। ধাতুবর্দ্ধক ॥১১৩॥

গ্রহণী কপাট।

পারা, গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া আদার রসে ভিজাইয়া দ্বিগুণ কুড়চীর ছাল ভস্ম মিশ্রিত করিয়া চার রত্তি পরিমিত বটী করিবে। ছাগ দুগ্ধ, কুড়চির ক্বাথ কিম্বা দধির সহ দুই রত্তি সেবনারম্ভ করিয়া ক্রমে ১০ রত্তি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে হ্রাস করিবে। ইহাতে গ্রহণী আদি বিবধ রোগ নাশ হয় ॥১১৪॥

বিজয় বটিকা।

উক্ত ঔষধে স্বর্ণ, রজত ও তাম্র মিশ্রিত করিলে বিজয় রস বলে।

গ্রহণী কপর্দ্দ পোট্টলী।

কড়ি ভস্ম, পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা সমভাগ সিদ্ধির রসে এক দিন খল করিয়া চূর্ণে বেষ্টন করিয়া মৃৎ-পাত্রে রাখিয়া পুট পাক করিবে। ইহাতে বাত গ্রহণী রোগ নিবৃত্তি হয় ॥১১৫॥

হংস পোট্টলী।

কড়ি ভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক, পারা সমভাগ জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করত পুট পাক করত এক মাষা পরিমিত বটী করিবে। ইহা সেবন করিয়া মরিচ চূর্ণ ও আদা লেহন করিবে। পথ্য ঘোল ভাত। গ্রহণী রোগ নাশক।

গ্রহণী কপাট।

লৌহ, পারদ, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগা প্রত্যেকে বার তোলা, কড়ি ভস্ম চল্লিশ তোলা, গন্ধক যোল তোলা, জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করত ঘুঁটের আগুণে অর্দ্ধ পুটপাক করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগ ভাল হয় ॥১১৬॥

গ্রহণী কপাট।

পারা এক ভাগ, অভ্র দুই ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, কাকজঙ্ঘার রসে তিন দিন, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ জম্বীরনেবু ইহাদের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া গন্ধকের তুল্য যবক্ষার ও সোহাগা দিয়া এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পুটপাক করিবে। পরে গুড়ূচী, শিমুল, ভাঙ্গ এই সমস্তের রসে পুনঃ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত বটী করিবে। মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়। পথ্য দধি ভাত। গ্রহণী রোগ নাশক ॥১১৭॥

গ্রহণী বজ্র কপাট।

পারা, গন্ধক, যবক্ষার, সিদ্ধি, বচ, অভ্র, সোহাগা সমভাগ জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীরনেবুর রসে তিন দিন পিষিয়া

গোলা করত অগ্নির মৃদু সন্তাপে চারি দণ্ড স্বেদ দিবে। পরে ভাঙ্গ, শিমুল ও জয়ন্তীর রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া এক দুই বা তিন মাষা পরিমিত বটী করিবে। মধু অনুপানে সেবনে গ্রহণী রোগ বিনাশ হয়॥১১৮॥

গ্রহণী কপাট।

রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেকে এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, পারা তিন ভাগ, কথবেলের পাতার স্বরসে মর্দ্দন করিয়া গাঢ় হইলে মৃগশৃঙ্গ ভস্ম দিয়া মধ্যবিধ পুটে পাক করিবে। অনন্তর বেড়েলার রসে সাত বার, অপামার্গের রসে তিন বার, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল ও ইন্দ্রযবের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমিত বটী করিবে, মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে সকল প্রকার অতীসার ও গ্রহণী রোগ নাশ হয়। অগ্নিদীপক।

পানীয় ভক্ত বটী।

অভ্র, মণ্ডূর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে আট তোলা, চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুতে, দন্তী, বালা, পিপ্পলী, চিতা, ঘণ্টাকর্ণ, মাণ, লকুচ, বৃহতী, তেউড়া, সূর্য্যাবর্ত্ত, পুনর্নবা প্রত্যেকের মূল চূর্ণ দুই তোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, অরুচি, অসাধ্য গ্রহণী; অর্শ, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, শূল, অপাক, অগ্নিমান্দ্য, নষ্টবহ্নি, কুষ্ঠ, বলিপলিত, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু ইত্যাদি রোগ ভাল হয়। অন্ন, জল, মাংস, দধি, কাঁজি, ঘোল, মৎস্য, তেঁতুল, তেলে ভাজা দ্রব্য, সকল প্রকার দাল, নারিকেল জল ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ॥১১৯॥

শম্বুকাদি বটী।

শামুক ভস্ম, সৈন্ধবলবণ সমভাগ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা সেবনে বাতগ্রহণী রোগ ভাল হয়।

হিরণ্য গর্ভ পোট্টলী।

পারা এক ভাগ, স্বর্ণ দুই ভাগ, মুক্তা চার ভাগ, কাঁসা, ছয় ভাগ, গন্ধক বিশ ভাগ, কড়ি ভস্ম চার আনা, সোহাগা চার আনা পাকা নেবুর রসে মর্দ্দন করত মূষা মধ্যে বদ্ধ করত ত্রিশ খানা ঘুঁটের পুট প্রদান করিবে, মাত্রা চার রতি, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে মন্দাগ্নি, গ্রহণী, বিষমজ্বর, অর্শ, শূল, পীনস, শ্বাস, কাস, অতীসার, শোথ, পাণ্ডু, মদাত্যয়, কুষ্ঠ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, বাত, পিত্ত, কফ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ রোগ সমুদায় ভাল হয়। রসায়ন শ্রেষ্ঠ ॥১২০॥

রসাভ্র বটী।

পারা আট তোলা ও গন্ধক আট তোলায় কজ্জলী করিয়া সমভাগ অভ্র মিশাইবে। পরে কেশুতে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমা, থানকুনি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা, পান ইহাদের রসে আট তোলা, মরিচ চূর্ণ চার তোলা এবং সোহাগা সম্ভব মত দিয়া মর্দ্দন করত কলায় সদৃশ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, জ্বর, অতিসার, চাতুর্থক জ্বর, গ্রহণী আদি রোগ নাশ হয়। নাগার্জ্জুন মুনির কথিত ॥১২১॥

অগ্নি কুমার।

পারা, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, লৌহ ভস্ম, যমানী, অহিফেণ সমভাগ, সমুদয়ের সমান অভ্র

মিশাইয়া চিতার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করত মরিচ সদৃশ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অজীর্ণ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় ভাল হয়।

নৃপতি বল্লভ।

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, এলাচ, সোহাগা, হিঙ্, জীরা, তেজপাতা, যোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেকে আট তোলা, মরিচ যোল তোলা সমুদায় ছাগ দুগ্ধ কিম্বা আমলকীর রসে পিষিয়া বটিকা করিবে, ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদরী, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। বল ও বর্ণ কর, হৃদ্য, আয়ুষ্য, বীর্য্যবর্দ্ধক। শ্রীমদ্মোহন নাথের কথিত ॥১২২॥

রাজবল্লভ রস।

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগা, হিঙ্, জীরা, তেজপাতা, যোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী, রৌপ্য প্রত্যেকে যোল তোলা, আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সেবনে শূল, গুল্ম, আমবাত, হৃদ্‌শূল, পার্শ্বশূল, নেত্রশূল, হলীমক, শিরঃশূল, কটীশূল, আনাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, বাতরক্ত, ভগন্দর, উপদংশ, অতিসার, গ্রহণী, অর্শ, প্রবাহিকা ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। মহেশের প্রকাশিত।

বৃহন্নৃপতি বল্লভ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসক, চিতা, তেউড়ী,

সোহাগা, জায়ফল, হিঙ্, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজ-পাতা, জীরা, যোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ প্রত্যেকে এক তোলা, স্বর্ণ দুই আনা, আদার রস ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিয়া সেবনে অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, গ্রহণী, আমাজীর্ণ, উদরী, আদি রোগ বিনাশ হয়।

সংগ্রহণী কপাট।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারা, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, কড়ি প্রত্যেকে এক তোলা, শঙ্খ সাত তোলা একত্রে খল করিয়া আতই-চের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে মুষাবদ্ধ করত দুই প্রহর পুট পাক করিবে। তার পর ধুস্তুর, চিতা, তালমূলীর রস দিয়া লৌহপাত্রে অগ্নি সন্তাপে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরি-মাণে বটী করিবে, বাতে মরিচ ও ঘৃত, পিত্তে মধু ও পিপুল, কফে সিদ্ধি পাতার রস বা ক্বাথ, গ্রহণীতে ত্রিকটু চূর্ণ ও ঘৃত দিয়া সেবনে উপশম হয়। ক্ষয়, জ্বর, অর্শ, ভগন্দর, অরুচি, পীনস, প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ্র রোগেও শান্তি হয়। ধাতুবর্দ্ধক।

মহারাজ নৃপতি বল্লভ রস।

কান্তলৌহ ছয় তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে দুই তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপাতা, যোয়ান, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা তেউড়ী চূর্ণ দুই তোলা, লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, দারুচিনি, প্রত্যেকে চার তোলা

সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ এবং সকলের সমান ছোট এলাচ মিশাইয়া ছাগ দুগ্ধে সাত বার টাবানেবুর রসে সাত বার ভাবনা দিয়া দশরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করত ছায়ায় শুষ্ক করবে। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি, সংগ্রহণী, আম, কোষ্ট বদ্ধ, ক্রিমি, পাণ্ডু, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদরী, ভগন্দর, অর্শ, পিত্তরোগ, সোমরোগ, অষ্ট প্রকার শূল, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, বিসর্প, দাহ, অলসক, বলম্বিকা, প্রমেহ, অশেষ প্রকার কুষ্ঠ, কাস, শোষ, শোথ, জ্বর ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নাশ হয়, মহেশ্বরের কথিত॥১২৩॥

মহারাজ নৃপতি বল্লভ রস।

মাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রজত, স্বর্ণ, সোহাগা, শুঁঠ, তামা, পিপুলমূল, দারুচিনি, যমানী, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারা, কর্পূর, কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকে এক এক মাষা। হিঙ্গু দুই মাষা। মরিচ চার মাষা। জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপাতা প্রত্যেকে এক তোলা, নাভি শঙ্খ, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, বিষ দুই মাষা, ছোট এলাচ বার তোলা তিন মাষা, বিট্‌লবণ চার তোলা ছাগ দুগ্ধে পিষিয়া চার রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সেবনে আনাহ ও গ্রহণী রোগ নাশ হয় পূর্ব্ববৎ গুণকারক। শম্ভুনাথের নির্ম্মিত।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে গ্রহণী রোগ চিকিৎসা।

অর্শ অধিকার।

চক্রেশ্বর রস।

রসসিন্দূর চার ভাগ, সোহাগা পাঁচ ভাগ, অভ্র পাঁচ ভাগ, শ্বেত পুনর্নবার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী করিবে। নিত্য সেবনে অর্শ নাশ হয় ॥১২৪॥

তীক্ষ্ণ মুখ রস।

রসসিন্দুর, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ, মুণ্ড লৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর, রৌপ্য প্রত্যেকে সমভাগ ঘৃতকুমারির রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষায় বদ্ধ করত তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিয়া এক মাষা পরিমিত বটী করিবে। সেবনে অসাধ্য অর্শ রোগ নাশ হয় ॥১২৫॥

অর্শ কুঠার রস।

পারা আট তোলা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র প্রত্যেকে ষোল তোলা, দন্তী, ত্রিকটু, ওল, সোহাগা, বংশলোচন, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে চল্লিশ তোলা, সিজের আটা এক সের, গোমূত্র চার সের দিয়া পাক করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিয়া সেবনে অর্শ আদি সমস্ত রোগ বিনাশ হয় ॥১২৬॥

চক্রাখ্য রস।

রসসিন্দূর, অভ্র, হীরা ভস্ম, তাম্র, কাংস সমভাগ, সমুদয়ের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার কাথে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সেবনে দ্বন্দ্বজ ও সর্ব্ব প্রকার অর্শ রোগ নাশ হয়।

নিত্যোদিত রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, গন্ধক সমভাগ সমুদয়ের সমান ভেলা দিয়া ওলের ক্বাথে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমিত বটী করিবে। ঘৃতের সহিত লেহনে অর্শ নাশ হয় ॥১২৭॥

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

বিড়ঙ্গ, চিতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপ্পলীমূল, মুতা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুন্দুরুখোটী, গজপিপ্পলী, আতইচ প্রত্যেকে দুই তোলা, শিলাজতু আট তোলা, গুগ্‌গুল্ ষোল তোলা, লৌহ ষোল তোলা, শর্করা বত্রিশ তোলা, বংশলোচন আট তোলা, দন্তী, তেউড়ী, ত্রিসুগন্ধি প্রত্যেকে আট আট তোলা সমুদায় পিষিয়া গুড়িকা করিবে। ইহা সেবনে অর্শ, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, বায়ু-পিত্ত-কফ, নাড়ী ও মর্ম্মগত ব্রণ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, বিদ্রধি, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, যোনি রোগ, প্রদর, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপ্রবাহ, উদরাময়, শুক্রদোষ, বলিপলিত ইত্যাদি নাশ হয়। বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয়। বল্য, শুক্রল। অনুপান ঘোল, দধির মাত, শীতল জল ইত্যাদি ॥১২৮॥

মানাদি লৌহ।

মান, ওল, ভেলা, দন্তী, তেউড়ী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুতা, সমভাগ সমুদয়ের সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্শ রোগ নাশক ॥১২৯॥

চঞ্চুৎ কুঠার রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে দুই ভাগ, লাঙ্গলিয়া বিষ ছয় ভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, দন্তী প্রত্যেকে এক ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সোহাগা প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ, গোমূত্র বত্রিশ ভাগ, সিজদুগ্ধ বত্রিশ ভাগ একত্রে পাক করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিবে, ইহা সেবনে অর্শ নাশ হয়।

শিলাগন্ধক বটক।

মনঃশিলা ও গন্ধক, ভৃঙ্গরাজ রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া মধু ও ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অর্শ নাশ হয়॥১৩০॥

জাতিফলাদি বটী।

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা সমভাগ, জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। সেবনে অর্শ ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ হয়।

পঞ্চানন বটী।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা, ভেলা পাঁচ তোলা, ওলের রস আট তোলায় এক দিন মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমিত বটী করিবে। ঘৃত অনুপানে সেবনে সকল প্রকার অর্শ ও কুষ্ঠ রোগ নাশ হয়। মৃত্যু জয়কারক। শঙ্করের বর্ণিত।

অষ্টাঙ্গ রস।

গন্ধক, পারা, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভৃঙ্গরাজ

সমভাগ। শিমূল ও গুড়ূচীর রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান বিশেষে সকল প্রকার অর্শ রোগ নাশ হয়॥১৩১॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে অর্শরোগাধিকার।

অজীর্ণাধিকার।

মহোদধি বটী।

বিষ ও পারা এক ভাগ, জাতিফল, সোহাগা, গন্ধক ও কড়ি ভস্ম প্রত্যেকে দুই ভাগ, পিপুল তিন ভাগ, শুঁঠ ছয় ভাগ, লবঙ্গ পাঁচ ভাগ এই সমুদায় উত্তম রূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক মরিচ প্রমাণ বটী করত সেবনে নষ্ট অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অগ্নিতুণ্ডি রস।

পারা. বিষ, গন্ধক, জোয়ান, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতা, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সৌবর্চ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, সামুদ্রলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুঁচিলা প্রত্যেকে সমভাগ জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করত সেবনে মন্দাগ্নির শান্তি হয়॥১৩৩॥

বড়বানল রস।

পারা, গন্ধক, পিপুল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্র লবণ, উদ্ভিদলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ করত নিসিন্দা পাতার রসে এক দিন ভাবনা দিবেন। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি বিনাশ হয়॥১৩৪॥

হুতাশন রস।

পারা, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ, বিষ তিন ভাগের এক ভাগ এবং মরিচ আট ভাগের এক ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া জম্বীরনেবুর রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, সন্নিপাতাদি শৈত্যে, জড়তায় ও শিরোরোগে উপকার দর্শে ॥১৩৫॥

বৃহৎ হুতাশন রস।

বিষ এক ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ, মরিচ বার ভাগ, একত্রে বিশ্রিত করিবে ইহা সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি ও কফ নাশ হয় ॥১৩৬॥

অমৃত কল্প বটী।

সমভাগ পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া উহার অর্দ্ধেক বিষ ও সোহাগা দিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবেন। উহার দুইটি বটী সেবনে সুদারুণ শূল ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ হয়। অনুপান বিশেষে নানা ব্যাধি বিনাশ ও অজীর্ণাদি রোগ নাশ হইয়া ধাতু পুষ্টি হয় ॥১৩৭॥

অগ্নি কুমার রস।

সোহাগা, পারা, গন্ধক, বিষ, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম প্রত্যেকে তিন ভাগ। মরিচ আট ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। ইহা সেবনে বিসূচিকা, অজীর্ণ, বায়ু ও গ্রহণী রোগের উপশম হয় ॥১৩৮॥

বৃহৎ অগ্নি কুমার রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, সোহাগা দুই ভাগ

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-সামুদ্র-বিট্-সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদ এই পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ সমুদায় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করত আদার রস অনুপানে ক্রমে অর্দ্ধ তোলা মাত্রা সেবনে এই মহেশ প্রকাশিত অগ্নিকুমার রসে পুরাতন অথচ নানা প্রকার অজীর্ণের শান্তি এবং কালরূপ ভাস্করের তেজস্বরূপ অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, আময়, অর্শ, গ্রহণী, আদি রোগ বিনাশ হয় ॥১৩৮॥

অপর বৃহদগ্নি কুমার রস।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপত্র, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, সোহাগা, যোয়ান, সাদাজীরা, কালজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, হিঙ্গু, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ করিয়া জম্বীর নেবুর রসে ভাবনা দিয়া চার রতি পরিমিত বটী করিয়া সেবনে অজীর্ণের শান্তি হইয়া অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বাত, পিত্ত, কফ জনিত সংগ্রহণী, ত্রিদোষ জনিত আমদোষ, শূল ও বিসূচিকা যেমন সূর্য্য অন্ধকারকে নাশ করে তদ্রূপ উক্তরোগ সমুদায় বিনষ্ট হয় ॥১৩৯॥

বৃহন্মহোদধি বটী।

লবঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, জয়পাল, সোহাগা প্রত্যেকে এক তোলা, বৃদ্ধদারক দুই তোলা এই সমস্ত দন্তীর ক্বাথে চৌদ্দ বার ও কাগজী নেবুর রসে তিন বার এবং বৃদ্ধদারক রসে পাঁচ বার ভাবনা দিয়া পরে পারা, গন্ধক, বিষ প্রত্যেকে

এক এক ভাগ মিশ্রিত করত আদার রস ও চিতার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, ইহা ক্ষুধা পিপাসাকারী ও জীর্ণজ্বর নাশক ॥১৪০॥

রামবাণ রস।

পারা, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, মরিচ দুই ভাগ, জায়ফল অৰ্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় তেঁতুলের রসে মৰ্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমিত অনুপান বিশেষে সেবনে জঠরাগ্নিদীপ্ত, সংগ্রহ সংগ্রহণী, আমবাত ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ হয় ॥১৪১॥

অজীর্ণ কণ্টক রস।

পারা, বিষ, গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, মরিচ সকলের সমান সমুদায় চূর্ণ করত কণ্টকারীর রসে একুশ বার ভাবনা দিয়া তিন রতি পরিমিত বটী করিয়া সেবনে সকল প্রকার অজীর্ণ ও বিসুচিকা বিনাশ হয় ॥১৪২॥

পাশুপত রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লৌহ ভস্ম তিন ভাগ, বিষ তিনের সমান, চিতার ক্বাথে ভাবনা দিয়া ধুস্তুর বীজ ভস্ম বত্রিশ ভাগ মিশাইয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেকে তিন ভাগ, জায়ফল, জৈত্রী প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ ভাগ, বিট্-সৈন্ধব-সামুদ্র-উদ্ভিদ ও সচললবণ, সীজ, এরণ্ড, তেঁতুল ছাল ভস্ম, অপামার্গক্ষার, অশ্বত্থক্ষার, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, সোহাগা প্রত্যেকে এক এক ভাগ মিশাইয়া নেবুর রসে ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিয়া এই ধন্বন্তরি মতের রস সেবনে অগ্নিদীপ্ত, পাচন,

হৃদয়ের হিত ও সদ্য বিসূচিকা রোগ নাশ হয়। তালমূলী রস অনুপানে উদরাময়, মোচরসের অনুপানে অতীসার, ঘোল ও সৈন্ধবলবণ অনুপানে গ্রহণী, সৌবর্চ্চললবণ, পিপুল ও শুঁঠ অনুপানে শূল, ঘোল অনুপানে অর্শ, পিপুল অনুপানে যক্ষ্মা, শুঁঠ ও সৌবর্চ্চললবণ অনুপানে বাত রোগ, ধনে ও চিনি অনুপানে পিত্ত রোগ এবং পিপুল ও মধু অনুপানে শ্লেষ্ম রোগ নাশ হয় ॥১৪২॥

বৃহচ্ছঙ্খ বটী।

শঙ্খ ভস্ম, বিট্-সৈন্ধব-সৌবর্চ্চল-সামুদ্র ও উদ্ভিদলবণ, তেঁতুলেরক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্, বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ। অপামার্গ, চিতা ও কাগজীনেবুর রসে ভাবনা দিয়া পরে চাঙ্গেরী, লকুচ, অম্লবেতস, জম্বীর, বীজপূর, নারঙ্গ, তেঁতুল, দাড়িম, কয়েদবেল, অম্ল, বীজা-ম্লক, অম্বষ্ঠা, করুমর্দ্দক ও নিম্বুক রসে বারম্বার ভাবনাতে যেন ঔষধ সমস্ত অম্ল রস হয়। তার পর কুল প্রমাণ বটী করিয়া আহারান্তে সেবনে তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হইয়া পুনঃ ভোজনে ইচ্ছা হয়। ইহাতে বাত, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষম জ্বর, গুল্ম, পাণ্ডু, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি, শূল, পরিণামশূল, প্রমেহ, প্রবাহিকা, রক্তস্রাব, শোথ ও বিশেষ অর্শ রোগ বিনাশ হয় ॥১৪৩॥

ভক্তবিপাক বটী।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, দারুচিনি, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্, কট্‌কী, তালমাখনা, সৈন্ধবলবণ,

জায়ফল, যবক্ষার এই সমস্ত চূর্ণে আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত্ত ও তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী করিয়া ভোজনান্তে সেবনে মুহুর্মুহু ক্ষুধা হয়। আমে, চিরঅগ্নিমান্দ্যে, মলবন্ধে, পিত্তকফ জনিতে, শোথে, উদরীরোগে, অর্শে, অজীর্ণে, শূলে ও জ্বরে প্রশস্ত ॥১৪৪।

পঞ্চামৃত বটী।

অভ্র, পারা, তাম্র, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ আমলকীর রসে মর্দ্দন করত জয়ন্তী ও নিসিন্দার রসে ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী গরম জল অনুপানে সেবনে অগ্নিমান্দ্য বিনাশ হয়।

ক্রব্যাদ রস।

পারা আট তোলা, গন্ধক আট তোলা, তামা ও লৌহ প্রত্যেকে চার তোলা চূর্ণ অগ্নিতে পাক করত গলাইয়া এরণ্ড পত্রে ঢালিয়া চূর্ণ করত লৌহ পাত্রে জম্বীরনেবুর রস পচিশ সের দিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে শুষ্ক করিবে অনন্তর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বীজপূর ও অম্লবেতস রসে শত বার ভাবনা দিয়া সোহাগা আট তোলা, বিট্‌লবণ চার তোলা ও মরিচ চার তোলা মিশ্রিত করিয়া চণক কাঁজিতে সাত বার ভাবনা দিয়া দুই মাষা সৈন্ধবলবণ ও কাঞ্জিক সহ সেবনে গুরু ভোজন পরিপাক, দুর্ব্বলত্ব, মেদ, বিষদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্ম, শূল, শ্রম, গ্রন্থিবাত ও উদরী ইত্যাদি রোগ নাশ হয় ॥১৪৫॥

জ্বালানল রস।

সাচিক্ষার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল,

চৈ, চিতামূল, শুঁঠ প্রত্যেকে সমভাগ সমুদয়ের সমান ভাঙ্গ এবং উহার অর্দ্ধেক সজিনা ছাল সমুদায় একত্র করিয়া ভাঙ্, সজিনা, চিতা ও ভৃঙ্গরাজ রসে দিনত্রয় ভাবনা এবং লঘু পুট দিয়া আদার রসে সাত বার ভাবনা দিবেন। ইহা পাচন, দীপন, হৃদয়ের হিত, উদরী ও আময় নাশক ॥১৪৬॥

অমৃতা বটী।

বিষ দুই ভাগ, কড়ি ভস্ম পাঁচ ভাগ, মরিচ নয় ভাগ একত্র করিয়া মুগ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে কফ, ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্য নাশকরে।

বৃহৎ ভক্তপাক বটী।

অভ্র, পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ, নৈপালী, দন্তী, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, চিতা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, হিঙ্, কটকী, জয়াফলী, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে তিন ভাগ চূর্ণ আদা, চিতা, দন্তী, তুলসী, বাসক ও বেলপাতা প্রত্যেকের স্বরসে সাত বার ভাবনা দিয়া তিন রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ, কফ ও ত্রিদোষ জনিত মলবদ্ধ, মন্দাগ্নি, বিষম জ্বর ও ত্রিদোষজনিত বিষম জ্বর নাশ হয় ॥১৪৭॥

লবঙ্গাদি

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ অপামার্গ ও চিতার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া প্রস্তুত হয়। অত্যন্ত জারক ॥১৪৮॥

লবঙ্গাদি বটী।

লবঙ্গ, জাতিফল, ধনে, কুড়, সাদাজীরা, কালজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাচ, দারুচিনি, সোহাগা, কড়ি ভস্ম, মুতা, বচ, যোয়ান, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে এক ভাগ। পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করত উষ্ণ জল সহ সেবনে গ্রহণী, আমদোষ, পেটবেদনা, প্রবাহিকা, জ্বর, কফ জনিত শূল, কুষ্ঠ, অম্ল পিত্ত, প্রবল বায়ু, মন্দাগ্নি ও কোষ্ঠগত বাত ইত্যাদি আশু বিনাশ হয় ॥১৪৯॥

জাতীফলাদি বটী।

জাতিফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বিষ, শুঁঠ, ধুস্তুর বীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমিত বটী করিয়া সেবনে অগ্নিমান্দ্যের শান্তি হয় ॥১৫১॥

শঙ্খ বটী।

পারা, গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা, বিষ চার তোলা, মরিচ ছয় তোলা, শঙ্খ ভস্ম ছয় তোলা, শুঁঠ, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সজিনা, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ প্রত্যেকে দশ তোলা সমুদায় একত্র করিয়া কাগুজীনেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করত সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও আমদোষ বিনাশ হয় ॥১৫০॥

চিন্তামণি রস।

পারা, গন্ধক, তামা, অভ্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তী বীজ প্রত্যেকে এক তোলা দ্রোণপুষ্পীরসে ভাবনা দিয়া, চূর্ণ এক বা তিন কুঁচ পরিমিত সেবনে অজীর্ণ, আমবাত, জ্বর ও সকল প্রকার শূল নাশ হয়।

প্রদীপন রস।

পারদ, গন্ধক, প্রদীপন বিষ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, চন্দ্রিকা লবণ চার তোলা একত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা এক মাষা। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রশস্ত ॥১৫২॥

বিজয় রস।

পারা, বিষ, গন্ধক, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা প্রত্যেকে আট তোলা, বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপানি, বৃহতী, গোক্ষুর, চাকুলে, কণ্টকারী, সিদ্ধি ও লবঙ্গ প্রত্যেকে চল্লিশ তোলা চূর্ণ বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, চাকুলে, বৃহতী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, সিদ্ধি, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, সজিনা ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে বা রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া এক প্রহর পুট পাক করিবে, পরে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত সেবনায় ॥১৫৩॥

মহাভক্তপাক বটী।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, কান্তলৌহ, তেউড়ী, দন্তীমূল, মুতা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্, কটকী, কালাকড়া, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জায়ফল, যবক্ষার প্রত্যেকে দুই তোলা। আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত্ত ও লতাফট্‌কী ইহাদের

প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটী লবঙ্গ চূর্ণ সহ সেবনীয়। অধিক আহারের পর আমে, চিরাগ্নিমান্দ্যে, কোষ্ঠবদ্ধে, বাতকফে, শোথে, উদরী রোগে, অজীর্ণে, শূলে ও ত্রিদোষ জ্বরে এই ভক্ত বিপাক বটী প্রশস্ত ॥১৫৪॥

রস রাক্ষস।

তামা, পারা, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ, সৌবর্চ্চললবণ একত্র করিয়া এক প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করত-পুনর্নবার ক্ষার সমভাগ মিশ্রিত করিয়া টাবানেবুর রসে ভাবনা দিবে। ইহা অজীর্ণ নিবারক।

ত্রিফলা লৌহ।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল, অপামার্গ বীজ প্রত্যেকে সমভাগ সমুদায়ের তুল্য লৌহ একত্র করিয়া লইবে। ইহা অত্যগ্নি নিবারক ॥১৫৫॥

বিসূচিকা রোগঘ্ন।

অপামার্গ পত্র, মরিচ সমভাগ আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন দিলে বিসূচিকা রোগ ভাল হয়।

অগ্নি কুমার।

সোহাগা, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে এক ভাগ, বিষ, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম প্রত্যেকে তিন ভাগ, মরিচ আট ভাগ মিশ্রিত করিয়া জম্বীর নেবুর রসে এক দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা এক রতি। ইহা সেবনে বিসূচিকা, শূল, বিষ্টম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয়॥১৫৬॥

শঙ্খ বটী।

সাচিক্ষার, যবক্ষার পারদ, গন্ধক, বিষ প্রত্যেকে এক

ভাগ, তেঁতুলের ছাল ভস্ম চার ভাগ, শঙ্খ ভস্ম, চার ভাগ, একত্র করিয়া কাগুজীনেবুর রসে সাত বার ভাবনা দিবে। অনন্তর লৌহ, হিঙ্ প্রত্যেকে সোহাগার তুল্য মিশ্রিত করিয়া এক রতি পরিমাণ সেবনে শূল, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, বাতব্যাধি, উদরী, তৃষ্ণা, ক্রিমি, আম ইত্যাদি বিনাশ হয়। মহাগ্নি জনক ও পাচক ॥১৫৭॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে অজীর্ণাধিকার।

ক্রিমি রোগ চিকিৎসা।

ক্রিমিকালানল রস।

বিড়ঙ্গ ষোল তোলা, বিষ আট তোলা, পারা, লৌহ, গন্ধক প্রত্যেকে চার তোলা, ছাগ দুগ্ধে পিষিয়া ষোল রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ধনে ও জীরা অনুপানে সেবনে উদরস্থ ক্রিমি সমুদায় নাশ হয়। শোথ, গুল্ম, প্লীহা ও উদরী রোগের হিত। আগ্নেয়। গহন নাথের কথিত ॥১৫৮॥

ক্রিমি বিনাশ রস।

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা সমভাগ আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। প্রাতে সেবনে বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ ক্রিমি নাশ হয় ॥১৫৯॥

ক্রিমি রোগারি রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, মরিচ, বিষ, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, শুঁঠ, ধাইফুল, ত্রিকটু, মুতা, রসাঞ্জন, আকনাদি, বালা, বেলশুঁঠ সমভাগ ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিবে। কড়ি প্রমাণভক্ষণে ক্রিমি নাশ হয়।

কীটমর্দ্দ রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, যোয়ান চার ভাগ, বিড়ঙ্গ আট ভাগ, কুঁচিলা ষোল ভাগ, ব্রহ্মযষ্টির বীজ বত্রিশ ভাগ চূর্ণ মধু বা মুতার রস কিম্বা ক্বাথ সহ অর্দ্ধ তোলা সেবনে ক্রিমি নাশ হয় ॥১৬০॥

ক্রিমিঘ্ন রস।

বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ব বীজ, তুলসী পাতা ভস্ম সমভাগ ইন্দুরকানির রসে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমিত বটী করিবে। সেবনে ক্রিমি নাশ হয় ॥১৬১॥

ক্রিমি মুদ্গর রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, যোয়ান তিন ভাগ, বিড়ঙ্গ চার ভাগ, কুঁচিলা পাঁচ ভাগ, পলাশ বীজ ছয় ভাগ ইহাদের অর্দ্ধ তোলা মধু সহ লেহন করিয়া মুতার কষায় পান করিলে ক্রিমি নাশ হয়। অগ্নিদীপক।

ক্রিমি ধূলি জলপ্লব রস।

পারা, গন্ধক, বঙ্গ, শঙ্খ প্রত্যেকে সমভাগ. হরীতকী চতুর্গুণ, পটোলের রসে মর্দ্দন করিয়া কার্পাস বীজ সদৃশ বটী করিবে। ইহার তিনটি বটী প্রাতে শীতল জল অনুপানে সেবনে পিত্ত ও বাতপিত্তজ ক্রিমি শূল ভাল হয়। শ্রীমদ্মোহননাথের উক্ত ॥১৬২॥

ক্রিমি কালানল রস।

পারা, গন্ধক, বঙ্গ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিলা, কৃষ্ণ

কাঁচ, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, দন্তী বীজ, জয়পাল, সোহাগা, মনঃশিলা প্রত্যেকে দুই তোলা, সিজদুগ্ধে মর্দ্দন করত কলায় প্রমাণ বটী করিবে। কফ, কফপিত্ত ও কফ বাতে প্রশস্ত।

লাক্ষাদি বটী।

লাক্ষা, ভেলা, যোয়ান, শ্বেত অপরাজিতার ছাল, অর্জ্জুন ফল ও পুষ্প, বিড়ঙ্গ, মাক্ষিক ও গুগ্‌গুলু সমভাগ। এই ঔষধ গৃহে থাকিলে সর্প মুষিকাদি দূরে পলায়ন করে ॥১৬৩॥

ক্রিমি হর রস।

পারা, ইন্দ্রযব, যোয়ান, মনঃশিলা, পলাশবীজ, গন্ধক সমভাগ ঘোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। শালপর্ণীররস ও চিনি সহ সেবনে ক্রিমি নিপতিত হয় ॥১৬৪॥

বিড়ঙ্গ লৌহ।

পারা, গন্ধক, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল, হরিতাল, শুণ্ঠী, সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ, লৌহ সমুদয়ের সমান এবং সকলের তুল্য বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি, অর্শ, অরুচি, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, শোথ, শূল, জ্বর, হিক্কা, শ্বাস, কাস ইত্যাদি নাশ হয় ॥১৬৫॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে ক্রিমি চিকিৎসা।

পাণ্ডু রোগ চিকিৎসা।

নিশাদি লৌহ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া

কটকী প্রত্যেকে এক ভাগ, লৌহ ছয় ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহ লেহনে কামলা ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয় ॥১৬৬॥

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, মধু ও চিনি সমভাগ সমুদয়ের সমান লৌহ মিশাইবে। ইহা সেবনে কামলা ও হলীমক রোগ নাশ হয়।

পঞ্চানন বটী।

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, গুগ্গুলু, জয়পাল বীজ সমভাগ ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির মত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে শোথ ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয় ॥১৬৭॥

প্রাণ বল্লভ রস।

হিঙ্গুলোত্থিত পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়ি, প্রত্যেকে এক ভাগ, হিঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সীজদুগ্ধ, যবক্ষার, জয়পাল, দন্তী, তেউড়ী প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, ছাগ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া চার রতি পরিমিত বটী করিবে। মধু সহ সেবনে শ্লেষ্ম দোষ, পাণ্ডু, কামলা, আনাহ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ব্রণ, হলীমক, শোথ, শূল, উরুস্তম্ভ, সংগ্রহসংগ্রহণী, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধ্য সন্নিপাত, জীর্ণজ্বর, অরুচি, বাত-রক্ত, শোষ, কণ্ডু, বিস্ফোট, অপচী ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। গহনানন্দনাথের কথিত ॥ ১৬৮ ॥

কামেশ্বর রস।

পারা, গন্ধক, হরীতকী, চিতা, শুঁঠ, পিপুল মরিচ,

পিপুলমূল, বিষ, নাগকেশর, এরণ্ড বীজ প্রত্যেকে আট তোলা, মুতা, এলাচ, তেজপাতা প্রত্যেকে বার তোলা সমুদয়ের সমান গুড় মিশ্রিত করিয়া ধুস্তুর রসে মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটিমত বটী করিবে। ঘৃত অনুপানে সেবনে পাণ্ডু রোগ নাশ হয় ॥১৬৯॥

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ।

মণ্ডুর, ঘৃত, শর্করা, মধু প্রত্যেকে আট তোলা কান্ত লৌহ এক তোলা, প্রস্তর বা লৌহ খলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মুতা, চিতা, বিড়ঙ্গের ক্কাথে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে অনুপান বিশেষে সেবন করিলে সুদারুণ পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগ নাশ হয় ॥১৭০॥

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল সমভাগ, সকলের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিয়া দুই তোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে, ইহা সেবনে পাণ্ডু ও কামলা রোগ নাশ হয় ॥১৭১॥

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সমভাগ সকলের সমান লৌহ মিশাইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত সপ্তাহ লেহনে শোথ, পাণ্ডু ও হলীমক রোগ আশু নাশ হয়।

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস।

পারদ চার ভাগ, অভ্র ছয় ভাগ, লৌহ আট ভাগ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী, গুড়ূচী প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে দশ দিনে বিংশতি বার ভাবনা দিয়া চিতা ও সজিনার ক্বাথে আট আট বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত বটী করিবে। চিনি ও মধুর সহিত সেবনে উপদ্রব সহ শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় ও জ্বরাতিসার ভাল হয় ॥১৭২॥

দার্ব্ব্যাদি লৌহ।

দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ইহাদের সমভাগ লৌহ মিশাইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহনে পাণ্ডু ও কামলা রোগ নাশ হয়॥১৭৩॥

পাণ্ডু রোগের পথ্য।

শালি, যষ্টি, গোধূম, যব, মুগ, জাঙ্গল মাংসের যূষ এবং মধুর দ্রব্য পাণ্ডু রোগে হিত কর।

পাণ্ডু রোগে ঔষধ সকল কামলা রোগ নাশক।

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, গোক্ষুর প্রত্যেকে আট তোলা, কড়ি, শঙ্খ, প্রত্যেকে চার তোলা, গোক্ষুর বীজ এক তোলা দিয়া একত্র করিয়া বাষ্পযন্ত্রে ভাবনা দিবে। পরে পটোল, ক্ষেতপাপড়া, ব্রহ্মযষ্টি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্ফা, গুড়ূচী, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্নবা, কেশুতে শালিঞ্চ, দ্রোণপুষ্পী ইহাদের প্রত্যেকের রস চার

তোলা ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ছাগ দুগ্ধ অনুপানে চৌদ্দটী বটী সেবনে হলীমক, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণ জ্বর, বিষম জ্বর, অম্লপিত্ত, অরুচি, শূল, প্লীহা, উদরী, অষ্ঠীলা, গুল্ম, বিদ্রধি, শোথ, মন্দাগ্নি, হিক্কা, শ্বাস, কাস, বমি, ভ্রম, ভগন্দর, উপদংশ, দদ্রু, কণ্ডু, ব্রণ, দাহ, তৃষ্ণা, উরুস্তম্ভ, আমবাত, কটীগ্রহ ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। পথ্য মণ্ড, মদ্য, মুগেরযূষ। গুড়ূচী, ত্রিফলা, বাসক ইত্যাদি অনুপানে বিশেষে সেবনীয় ॥১৭৫॥

পাণ্ডুসূদন রস।

পারা, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল, গুগ্‌গুলু সমভাগ ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে পাণ্ডু ও শোথের শান্তি হয়। শীতল জল পান ও অম্ল খাওয়া নিষেধ ॥১৭৬॥

মণ্ডূর বজ্র বটক।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুতা প্রত্যেকে চব্বিশ তোলা, সমুদয়ের দ্বিগুণ মণ্ডূর মিশ্রিত করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে দুই তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ঘোল অনুপানে সেবনে পাণ্ডু, মন্দাগ্নি, অরুচি, অর্শ, গ্রহণীদোষ, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, প্লীহা, আনাহ, গলরোগ ইত্যাদি নাশ হয় ॥১৭৭॥

লঘ্বানন্দ রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র প্রত্যেকে এক ভাগ, মরিচ আট ভাগ, সোহাগা চার ভাগ, ভৃঙ্গরাজের রসে ও

অম্লবেতসের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। পানের রস অনুপানে সেবনে, পাণ্ডু, অরুচি, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর ও বাতশ্লেষ্ম রোগ আশু নাশ হয়।

সম্মোহ লৌহ।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, বিড়ঙ্গ, লৌহ, অভ্র সমভাগ ঘৃতের সহিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে কামলা, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, শোথ, ভগন্দর, ক্রিমি, মন্দাগ্নি, অরুচি ইত্যাদি নাশ হয়। বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ক্রূগণাদি মণ্ডূর।

অষ্টগুণ গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া শোধন করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ এই সমুদয়ের সমান ঐক্য মণ্ডূর মিশ্রিত করিবে। অনুপান বিশেষে দুই তোলা মাত্রায় ঘোল অনুপানে সেবনে অজীর্ণ অপর, অনুপান বিশেষে হলীমক, পাণ্ডু, অর্শ, শোথ, উরুস্তম্ভ, কামলা, ও কুম্ভকামলা ভাল হয়।

কামলাপহ।

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দেবদারু কিম্বা নিমের রস বা ক্বাথে মধু দিয়া সেবন করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক চিকিৎসা।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

অর্কেশ্বর।

রসসিন্দুর, তাম্র, বঙ্গ, মাক্ষিক গুড়ূচীর রসে একুশ বার ভাবনা দিয়া পুট প্রদান করিবে। মাত্রা চার রতি। বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সহ সেবনে সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ নাশ হয় ॥১৭৮॥

সুধানিধি রস।

পারা, গন্ধক, মাক্ষিক, লৌহ, ত্রিফলার ক্বাথ সহ লৌহ পাত্রে গোময়াগ্নিতে পাক করিয়া লইবে। ইহা রাত্রিকালে সেবনে রক্তপিত্তের শান্তি হয় ॥১৭৯॥

আমলাদি লৌহ।

লৌহের সমান আমলকী, পিপুল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাত ও পিত্ত জনিত অম্লপিত্ত রোগ বিনাশ হয়। বৃষ্য, অগ্নি দীপন, বল্য ॥১৮০॥

শতমূল্যাদি লৌহ।

লৌহের সমান শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগকেশর, চন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ছর্দ্দি, রক্তপিত্ত আদি সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়।

পর্প্পটী রস।

রক্তপিত্ত রোগে ক্ষেতপাপড়ার রসে অভ্র ভস্ম কিম্বা বাসক, দ্রাক্ষা, হরীতকীর ক্বাথে চিনি অথবা যোগবাহী রস সমুদয় প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তান্তক রস।

অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, পারদ, হরিতাল, গন্ধক সমভাগ ব্রহ্মযষ্টি, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচীর ক্বাথে এক দিন খল করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী করিবে। মধু ও চিনি সহ সেবনে সুদারুণ রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, শোষ ও অরুচি রোগ নাশ হয়॥১৮১॥

রসামৃত রস।

পারা এক ভাগ, গন্ধক, মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুড়ূচী, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, ইন্দ্রযব, কুড়চীর ছাল, নিমপাতা, ধাইফুল, যষ্টিমধু, মধু, চিনি প্রত্যেকে দুই ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা পরিমিত বটী করিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ অনুপানে সেবনে পিত্ত, অম্লপিত্ত, বিশেষ রক্ত-পিত্ত ও সর্ব্বদোষ যুক্ত জ্বর নাশ হয়।

কুষ্মাণ্ড খণ্ড।

তাম্র পাত্রে চার সের ঘৃতে ছাল বীজাদি রহিত উত্তম সিদ্ধ করা কুষ্মাণ্ড আট শত তোলা পাক করত মধুর ন্যায় বর্ণ হইলে আট শত তোলা ও উক্ত কুষ্মাণ্ডের জলে পাক করিবে, লেহবৎ হইলে পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকে ষোল তোলা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, মরিচ, ধনে প্রত্যেকে চার তোলা চূর্ণ দিয়া শীতল হইলে ঘৃতের অর্দ্ধাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অগ্নিবল বিবেচনায় যথামাত্রা সেবনে রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় রোগ ভাল হয়॥১৮২॥

শর্করাদি লৌহ।

চিনি, তিল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতার সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া সেবনে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত বিনাশ হয় ॥১৮৩॥

সমশর্করা লৌহ।

লৌহ চতুর্গুণ, ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বিগুণ, বিড়ঙ্গ চূর্ণ চতুর্থাংশ দিয়া তাম্র পাত্রে পাক করত মধু ও চিনি প্রত্যেকে এক এক ভাগ মিশাইয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। নারিকেল জল অনুপানে এক মাষা হইতে সেবনাভ্যাস করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, তীব্র অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় ভাল হয়। আয়ুষ্য, কান্তিবর্দ্ধক, অত্যুত্তম ঔষধ ॥১৮৪॥

কপর্দ্দক রস।

রসসিন্দুর, কার্পাসপুষ্প রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া কড়ি মধ্যে পূরিয়া অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া পুটপাক করত দ্বিগুণ মরিচ চূর্ণ মিশাইবে। প্রাতে এক রতি ঘৃতের সহিত লেহনে রক্তপিত্ত রোগ বিনাশ হয়। যজ্ঞডুমুরের রস ও ঘৃত অনুপানে প্রয়োজ্য ॥১৮৫॥

রক্তপিত্ত রোগের ঔষধ।

নীলোৎপল, চিনি, মধু, পদ্মকেশর সমভাগ তণ্ডুল জল সহ পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে রক্তপিত্তাধিকার।

যক্ষ্মাধিকার।

রাস্নাদি লৌহ।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, ভেকপর্ণী, শিলাজতু, শুঁঠ,

পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ সমভাগ সকলের সমান লৌহ মিশাইয়া সেবন করিলে চিকিৎসকের ত্যাজ্য সর্ব্বোপদ্রব সংযুক্ত কাস, স্বরভঙ্গ, রাজযক্ষ্মা. ক্ষতক্ষয় নাশ এবং বল বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বর্দ্ধক হয়॥১৮৯॥

রাজমৃগাঙ্ক রস।

রসসিন্দূর তিন ভাগ, স্বর্ণ এক ভাগ, রৌপ্য এক ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেকে দুই ভাগ একত্র করিয়া কড়ি মধ্যে পূরিয়া ছাগ দুগ্ধে সোহাগা গুলিয়া মুখ বন্ধ করত মৃৎভ ণ্ডে রুদ্ধ করিয়া গজপুট দিবে। শীতল হইলে চার রতি প্রমাণে পিপুল ও মধু বা ঘৃত ও মরিচ সহ সেবনে বাতশ্লেষ্মোদ্ভব ক্ষয় রোগ আদি নানা রোগ নাশ হয়।

মৃগাঙ্ক।

পারা এক ভাগ, স্বর্ণ এক ভাগ, মুক্তা দুই ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ. সোহাগা এক ভাগ কাঁজিতে পিষিয়া লবণ ভাণ্ডে পুরিযা চার প্রহর পাক করিবে। চার রতি মাত্রায় মরিচ, পিপুল ও মধু অনুপানে লেহনে রাজযক্ষ্মা রোগ বিনাশ হয়। অবিদাহী ঘৃত পক্ব ব্যঞ্জন ও লঘুমাংস পথ্য।

রত্নগর্ভ পোট্টলী।

পারা, হীরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মরিচ, মুক্তা, প্রবাল, মাক্ষিক, শঙ্খ, তুঁতে সমভাগ চিতার রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিয়া কড়ি মধ্যে পূরিয়া সোহাগা ও সিজ দুগ্ধে মুখ আঁটিয়া মৃৎভাণ্ডে রুদ্ধ করত গজপুটে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে সাত বার

চিতার রসে কুড়ি বার, আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া চার রতি পরিমিত বটী করিবে। পিপুল, মধু ও ঘৃত মরিচের সহ সেবনে সাধ্যাসাধ্য ক্ষয় রোগ, শ্বাস, কাস, অতিসার আদি সকল প্রকার রোগ বিনাশ হয় ॥১৮৭॥

লোকেশ্বর পোট্টলী রস।

রসসিন্দূর চার ভাগ, স্বর্ণ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, একত্র করিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করত কড়ি মধ্যে পূরিয়া সোহাগার মুখ বন্ধ করত মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করত শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। চার রতি মাত্রায় পিপুল, মধু ও মরিচ ঘৃত অনুপানে সেবনে কার্শ্য, অগ্নিমান্দ্য, কাস, পিত্ত ও ক্ষয় রোগ নাশ হয়। লবণ ত্যাগ করিতে হইবে। এক বিংশতি দিন ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ খাইতে হইবে। ক্ষয়, অষ্ঠীলা ও পাণ্ডু, বিবিধ জ্বর, উন্মাদ আদি রোগে বৈদ্যেরা হতাশ হইলেও এই ঔষধ সেবনে ভাল হয় ॥১৮৮॥

কনক সুন্দর রস।

স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তুঁতে, মাক্ষিক, মনঃশিলা প্রত্যেকে চার ভাগ গ্রহণ করিয়া পুটপাক করিবে, পরে বিষ ও সোহাগা এক এক ভাগ মিশাইয়া জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাসক, চিতা, বক, বিষলাঙ্গলিয়া, আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ এবং মরিচ ও ঘৃত সহ সেবনে রাজযক্ষ্মার শান্তি হয়। আদার রসে সন্নিপাত, জায়ফল চূর্ণে গুল্ম ও শূল নাশ হয়। অম্ল খাওয়া নিষেধ, বল্য, হৃদ্য ও রসায়ন ॥১৮৯॥

হেমগর্ভ পোট্টলী।

রসসিন্দূর তিন ভাগ, স্বর্ণ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেকে এক ভাগ, চিতার রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া কড়ি মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বদ্ধ ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করত চার রতি পরিমাণে সেবনে যক্ষ্মা রোগ নাশ হয়।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস।

পারদ, গন্ধক এক ভাগ সোহাগা দুই ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ ভস্ম, স্বর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, কাগুজীনেবুর রসে মর্দ্দন করত গজপুটে পাক করিবে। পরে স্বর্ণের সমান লৌহ এবং লৌহের অর্দ্ধ হিঙ্গুল মিশ্রিত করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। পিপুল চূর্ণ ও মধু, ঘৃত ও মধু পানের রসে, চিনি, ও আদার রস অনুপানে সেবনে রাজযক্ষ্মা বাত, পিত্তজ্বর, সুদারুণ ঘোর সন্নিপাত, অর্শ, গ্রহণী, প্রমেহ, গুল্ম, ভগন্দর ইত্যাদি রোগ ভাল হয় ॥১৯০॥

লোকেশ্বর রস।

কড়িভস্ম আট তোলা, পারদ চার তোলা, গন্ধক চার তোলা, সোহাগা এক মাষা জম্বীরনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পুট পাক করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ আদি বলবান্ রোগ জয় হয়। পুষ্টি, বীর্য্য, ওজ, কান্তি, লাবণ্য বর্দ্ধক। পথ্য শালিধান্যের অন্ন, দধি, ঘৃত, হিঙ্ ইত্যাদি। দিবা নিদ্রা, মৈথুন, তৈল ইত্যাদি অনিষ্ট কর দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। অনুপান-বায়ু রোগে উষ্ণজল, পিত্তে চিনি দিয়া, অগ্নি-

মান্দ্যে চিনি, দ্রাক্ষা ও গোক্ষুরের ক্বাথ, চীরবীজ, বীর্য্য ক্ষয়ে খেজুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথাদি, আনাহ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ধূমোদ্গার ও বিসুচিকা ইত্যাদিতে নারিকেল বা তালফলের জল, বমনে মধু, রক্তপিত্ত ও অরুচিতে বাসকপাতার রস ও মধু। মুড়ি ভিজান জল মধু বা চিনি সহ, মহিষের দধি মধুযুক্ত যবান্ন, নিত্য ঘৃতান্ন ভোজন ও উষ্ণ জল পান। অজীর্ণে দাহে শীতল জল। কফোল্বণে আদার রস, সরিষা অপর যাহার যেরূপ রোগ সেই মত অনুপান ও পথ্য বধান করিবে। আমলকী ও তিলের জলে স্নান, বত্রিশ দিনে উপকার দর্শিবেক।

স্বর্ণ মৃগাঙ্ক।

রসসিন্দুর এক রতি, স্বর্ণ এক রতি দোষ বিবেচনায় অনুপান যোগে সেবনে ক্ষয় রোগ নাশ হয়।

ক্ষয়ান্তক লৌহ।

লৌহের তুল্য রাস্না, তালীশ পত্র, কর্পূর, ইন্দুরকানী, শিলাজতু, ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। যক্ষ্মারোগঘ্ন।

কাঞ্চনাভ্র রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী, মনঃশিলা প্রত্যেকে দুই তোলা সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিবে, মাত্রা দুই রতি। দোষ বিবেচনায় অনুপান যোগ করিয়া সেবনে ক্ষয়, কফ পিত্তোৎপন্ন কাস, বিবিধ দোষযুক্ত প্রমেহ ও কফবাত রোগ বিনাশ হয়। বল্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, নানা রোগ নাশক।১৯১।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জৈত্রী, এলবালুক প্রত্যেকে দুই তোলা ঘৃতকুমারির রসে মর্দ্দন করিয়া কেশরাজ রস ও ছাগ দুগ্ধে তিন দিন ভাবনা দিবে। চার রত্তি পরিমাণে বটী করিবে। দোষ অনুসারে অনুপান যোগে সেবনে ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, বিংশতি প্রকার প্রমেহ আদি সর্ব্ব রোগ নাশ হয়।

শিলাজত্বাদি লৌহ।

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, রৌপ্য সকলের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। দুগ্ধ সহ সেবনে আশু ক্ষয় রোগ নাশ হয়॥১৯২॥

কুমুদেশ্বর রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, গন্ধক, মুক্তা, পারদ, সোহাগা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ কাঁজিতে পিষিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া লবণ পূর্ণ ভাণ্ডে নিহিত করিয়া এক দিন মৃদু পুটপাক করিবে। তিন রত্তি মাত্রায় ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে রাজযক্ষ্মা বিনাশ হয়॥১৯৩॥

ক্ষয়কেশরী রস।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ। লৌহ, পারদ, সিন্দুর প্রত্যেকে তিন ভাগ একত্র করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ক্ষয় রোগ নাশ হয়।

বৃহচ্চন্দ্রামৃত রস।

পারা, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে দুই তোলা, অভ্র চার

তোলা, স্বর্ণ এক তোলা, তাম্র এক তোলা, কর্পূর, বৃদ্ধদারক, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, গোরক্ষচাউলা, জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, ভাঙ্গের বীজ, শ্বেত ধুনা প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, সমুদয় মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া মাত্রা চার রতি পরিমিত বটী করিবে। পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে যক্ষ্মারোগ নাশ হয়॥১৯৪॥

মহামৃগাঙ্ক রস।

স্বর্ণ এক ভাগ, রসসিন্দূর দুই ভাগ, মুক্তা তিন ভাগ, গন্ধক চার ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক পাঁচ ভাগ, প্রবাল সাত ভাগ, সোহাগা এক ভাগ লবঙ্গের ক্বাথে তিন দিবস ভাবনা দিয়া ডেলা করিয়া লবণ পূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া মুখ লেপন করত চার প্রহর পাক করিয়া নামাইবে। তারপর চৌষট্টি অংশ হীরক অভাবে বৈক্রান্ত ষোড়শাংশ মিশ্রিত করিবে। মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত সহ অথবা পিপ্পলী সহ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নাশ হয়। বলকারক বীর্য্যবর্দ্ধক। যক্ষ্মা, নানা প্রকার জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বরভেদ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বিষদোষ, পাণ্ডু, কামলা ইত্যাদি রোগ নাশ হয়॥১৯৫॥

ক্ষয়কেশরী।

অভ্র, লৌহ, রসসিন্দূর, তাম্র, সীসক, কাংস্য, বিমল, মণ্ডূর, মনঃশিলা, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ, সোহাগা, মাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কড়ি ভস্ম, মণিরাগ, রাজপট্ট প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ চিতার

রসে সাত বার ভাবনা দিয়া তিন বার লঘু পুটে পাক করিয়া চূর্ণ করত টাবানেবু, ত্রিফলা, চিতা, অম্লবেতস, ভৃঙ্গরাজ, করবীর, আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে অগ্নির মৃদু সন্তাপে সাত বার ভাবনা দিলে প্রস্তুত হয়। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত ও কফ রোগ, জ্বর, সন্নিপাত, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ইত্যাদি নানা বিধ রোগ ভাল হয়। অনুপান চিনি, পিপুল চূর্ণ, মধু, পাদার রস। একাদশ প্রকার ক্ষয়, শোষ, পাণ্ডু, ক্রিমি, কাস, শ্বাস, মেহ, মেদ, ঔদর, অশ্মরী, শূল, প্লীহা, গুল্ম, হলীমক ইত্যাদি রোগ নাশক, বল্য, বৃষ্য, মেধ্য ও রসায়ন ॥১৯৬॥

রজতাদি লৌহ।

চন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তবমন নষ্ট হয়। ভৃঙ্গরাজের পাকা চূর্ণ মধুর সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে ক্ষয় কাশ নষ্ট হয়। রক্তবমন নিবারণার্থ গুড়ুচীর রস সেবন করিবে ॥১৯৭॥

রৌপ্য ও অভ্র প্রত্যেকে এক ভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ, ত্রিফলা তিন ভাগ, লৌহ আট ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহাতে ক্ষয়, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, অর্শ, শ্বাস, কাস, নেত্র ও পিত্ত রোগ আদি বিনাশ হয় ॥১৯৭॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অনুবাদে রাজযক্ষ্মাধিকার।

কাস চিকিৎসা।

বৃহদ্রসেন্দ্র গুড়িকা।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ,

মনঃশিলা, ক্ষারত্রয়, ধুস্তুর বীজ, মরিচ প্রত্যেকে দুই তোলা, জয়ন্তী, চিতা, মাণ, খণ্ডকর্ণী, মণ্ডুকপর্ণী, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা, নিসিন্দা প্রত্যেকের স্বরস দুই তোলা দিয়া মর্দ্দন করত কলায় তুল্য বটী করিবে। আদার রস অনুপানে সেবনে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদরী, পাণ্ডু, কামলা ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। বৃষ্য, রসায়ন, বল ও বর্ণ প্রসাদন ॥১৯৮॥

অমৃতার্ণব রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতা, গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, বিষ সমভাগ চূর্ণ দুই রতি পরিমিত সেবনে বাত ও কাস নাশ হয় ॥১৯৯॥

পিত্তকাসান্তক রস।

তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, কালকাসুন্দার রসে মর্দ্দন করিয়া বকপুষ্প ও অম্লবেতস রসে দুই দিবস ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত সেবনে তিন দিনে পিত্তকাস অপর শ্বাস কাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় নাশ হয় ॥২০০॥

কাস সংহার ভৈরব।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, সোহাগা, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশ পত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকে দুই তোলা, মণ্ডূকপর্ণী, কেশুতে, নিসিন্দা, কাকমাচী, দ্রোণপুষ্পী, শালপর্ণী, গীমা, ব্রহ্মযষ্টি, হরীতকী, বাসক প্রত্যেকের পাতার রস দুই তোলা ভাবনা দিয়া পাঁচ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা কাস নিবারক। শ্রীমন্মোহন নাথের নির্ম্মিত। ইহাতে বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষজ কাস এবং

বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারী ক্বাথ সহ সেবনে নানাবিধ কাস, শ্বাস ও অরুচি ভাল হয়। বল-বর্ণকর-স্ত্রী-পুষ্টি ও কান্তি-বর্দ্ধক ॥২০১॥

লক্ষ্মী বিলাস রস।

পারদ, হরিতাল, প্রত্যেকে দুই ভাগ, খর্পর, বঙ্গ, কান্ত লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাংস্য, গন্ধক প্রত্যেকে আট তোলা কেশুতের রসে ভাবনা দিয়া কুলথকলায়ের রসে সাত বার ভাবনা দিয়া এলাচ, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে এক২ ভাগ মিশাইয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। শীতল জল অনুপানে সেবনে সর্ব্ব প্রকার কাস নাশ হয়। পথ্য মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ ভোজন। জ্বরসংযুক্ত বা বিজ্বর, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ, অর্শ, ইত্যাদি রোগ নাশক, বলকারক। নিষেধ-শাক, অম্ল ভাজা ও পোড়া দ্রব্য ॥২০২॥

সর্ব্বেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণ সমভাগ দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটু, লবঙ্গ, এলাচ, সোহাগা প্রত্যেকে এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া কণ্টকারীর রসে একুশ বার, সজিনার রসে সাত বার এবং আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। বহেড়া ফলের ছাল চূর্ণ অনুপানে সেবনে শ্বাস, কাস ও ক্ষয় রোগ নাশ হয়।

শৃঙ্গারাভ্র।

শোধিত কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ষোল তোলা, কর্পূর, জৈত্রী,

বালা, গজপিপ্পলী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে দুই মাসা, এলাচ, জাতীফল, গন্ধক প্রত্যেকে এক তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদয় জলে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করন প্রাতঃকালে সেবনে উন্মাদ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, উদর বেদনা, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, শোথ, নেত্ররোগ, প্রমেহ, মেদ, বমন, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, গরল, প্লীহা, আমাশয়, অনেক প্রকার কফ-বাত ও পিত্ত রোগ ও বলিপলিত নাশ হয়। পথ্য ঘৃত পক্ক মাংস যুষ, গব্য দুগ্ধ ইত্যাদি। শাক অম্ল আদি দিন কতক খাওয়া নিষেধ ॥২০৩॥

সার্ব্বভৌম।

শৃঙ্গাভ্র সহ জারিত স্বর্ণ বা লৌহ দুই মাষা মিশ্রিত করিলে উহাকে সার্ব্বভৌম কহে। সার্ব্বরোগ বিনাশক॥২০৪॥

তরুণানন্দ রস।

পারা চার তোলা ও গন্ধক চার তোলায় কজ্জলী করিয়া, বেল, গণিয়ারী, শোনা, গাম্ভারী, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক পাতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী প্রত্যেকের রস বা ক্বাথ দুই তোলা দিয়া মর্দ্দন করত শুষ্ক করিবে পরে বাসক রস দশ তোলা ভাবনা দিয়া অভ্র আট তোলা, কর্পূর দুই তোলা, জৈত্রী, জাতীফল, জটামাংসী, লবঙ্গ, এলাচ প্রত্যেকে এক তোলা দিয়া মর্দ্দন করত ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে

অতি উগ্র রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, উগ্র উরুক্ষত, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, হলীমক, জীর্ণ জ্বর, তৃষ্ণা, গুল্ম, গ্রহণী, আমদোষ, অতিসার, শোথ, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, ভগন্দর ইত্যাদি রোগ নাশ হয়। বৃষ্য, চাক্ষুষ্য, পুষ্টিবর্দ্ধক, রসায়ন শ্রেষ্ঠ। বল, বুদ্ধি ও শুক্রক্ষীণ হয় না। নারিকেল জল অনুপানে রসায়ন ও দুগ্ধ অনুপানে বৃষ্য হয়॥২০৫॥

মহোদধি রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনি, তামা, অভ্র, বঙ্গ, সমভাগ, ত্রিকটু, ভদ্রমুস্ত, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুক, আমলকী, পিপ্পলী মূল প্রত্যেকে দুই ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া গজপিপ্পলী ক্বাথে ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, হৃদ্‌শূল, পার্শ্বশূল, কর্ণরোগ, কপালিকা, উদররোগ অষ্ট প্রকার গ্রহণী, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, চার প্রকার অজীর্ণ ইত্যাদি রোগ নাশ ও শরীর কাঞ্চনের ন্যায় গৌর বর্ণ হয়। যথেষ্ঠ আহার ও মৈথুনে নিষেধ নাই॥২০৬॥

জয়া গুড়িকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুটজ, বিড়ঙ্গ, কেশুতে, মুতা, এলাচ, পিপ্পলী মূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, জয়পাল সকলের সমান গুড় দিয়া তেঁতুলের বীজ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে, প্রাতঃকালে সেবনে শ্বাস, কাস, জ্বর, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, আম, অপান ও হৃদয়ে শূল, বাত রোগ, গলগ্রহ, অরুচি, অতিসার আদি রোগ নাশ হয়॥২০৭॥

বিজয় গুড়িকা।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, চিতাপত্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাচ, নাগেশ্বর, তেজপাতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তাম্র ইহাদের দ্বিগুণ গুড় দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূতিকা, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, আময়, হস্তপদাদি দাহ ইত্যাদির শান্তি হয়।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব।

পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, সৈন্ধব লবণ দুই ভাগ, একত্র করিয়া ভেলার রসে পাঁচ দিন ভাবনা দিয়া পরে মুষা-বদ্ধ করিয়া একত্র পুট প্রদান করিয়া ভস্ম করিবে। দুই রতি মাত্রায় সেবনে গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী, কাস, শ্বাস, জ্বর, তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা ইত্যাদি রোগ নাশ, তুষ্টি, পুষ্টি ও শরীরের সন্দেহ সাধন হয় ॥২০৮॥

রস গুড়িকা।

পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, পিপ্পলী তিন ভাগ, হরীতকী চার ভাগ, বহেড়া পাঁচ ভাগ, আমলকী ছয় ভাগ, ব্রহ্মযষ্টি সাত ভাগ চূর্ণ করিয়া বাবলার ক্বাথে একুশ বার ভাবনা দিয়া মধুতে মর্দ্দন করত বহেড়ার পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে পিপুলের ক্বাথ অনুপানে সেবনে শ্বাস ও কাস নাশ হয় ॥২০৯॥

রসেন্দ্র গুড়িকা।

মাক্ষিক, তুঁতিয়া, অভ্র, হরিতাল ইহাদের আদার রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ বা মাংসযূষের সহ আহার জীর্ণ হইলে পর সেবনে পঞ্চবিধ

কাস, ক্ষয়, শ্বাস, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, ক্রিমি, জ্বর, ক্লশ, অম্লপিত্ত, অরুচি ইত্যাদি নাশ, পুষ্টি ও শুক্র বৃদ্ধি এবং অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়।

পুরন্দর বটী।

পারদের দ্বিগুণ গন্ধক একত্রে খল করিয়া কজ্জলী করত ত্রিকটু ও ত্রিফলা প্রত্যেকে এক২ ভাগ মিশাইয়া আদার রস ও ছাগ দুগ্ধ প্রত্যেকে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া শীতল জল অনুপানে সেবনে শ্বাস, কাস নাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। সদা সেবনে বৃদ্ধ যুবা এবং শত স্ত্রীরমণে সক্ষম হয়।

কাসান্তক রস।

পারা, গন্ধক, বিষ, শালিপর্ণী, ধনে ইহাদের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চার রতি পরিমিত বটী করত মধু সহ সেবনে কাস নাশ হয়।

কাসকুঠার।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা ও ত্রিকটু আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। সুদারুণ সন্নিপাত, নানা বিধ কাস ও শিরোরোগ নাশ হয়।

শ্রীচন্দ্রামৃত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনিয়া, চৈ, জীরা, সৈন্ধবলবণ এই সমুদয়ের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া নয় রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া একটি বটী রক্তোৎপল ও নীলোৎপল রস এবং কুলত্থকলায়ের রস বা ক্বাথ সহ সেবনে দোষত্রয় উদ্ভব বিবিধ কাস, বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, শ্বাসযুক্ত জ্বর, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা,